চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 141 Saturday, 22 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা ❋ ৮ বৈশাখ, ১৪৩০, শনিবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ডিএ বৈঠকের নিট ফল শূন্য

মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় মহামিছিলের ডাক আন্দোলনকারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারকে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। গত ১৭ এপ্রিল এ ব্যাপারে ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল আদালত। শুক্রবার নবান্নের ১৩ তলায় সেই বৈঠক হয়। তারপর বাইরে এসে যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়ে দিলেন, "বৈঠকের নিট ফল শূন্য। রাজ্য সরকার বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর ব্যাপারে কোনও আশ্বাস দিতে পারেনি।" সেইসঙ্গে নবান্নের সামনে দাঁড়িয়েই পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। শহিদ মিনার তল্লাটে যেমন অবস্থান চলছে তেমন চলবে। আগামী ৬ মে মহামিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করল যৌথমঞ্চ। সেই মিছিলের জায়গাও তাৎপর্যপূর্ন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের অনেকে। এদিন ভাস্কর ঘোষকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত মিছিল হবে? জবাবে তিনি বলেন, "হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনে দিয়ে মিছিল যাবে।" ঘটনা হল, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এদিন আন্দোলনকারী বলেন, "আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি, তহবিলে যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে তা কখনওই সত্য নয়। আর আপনারা যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আটকে রাখার কথা বলছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়।" ভাস্করবাবু বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে ১০০ দিনের কাজে, সড়ক যোজনায়, আবাস যোজনার খাতে। এরসঙ্গে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার কী সম্পর্ক?" এ ব্যাপারে অবশ্য আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখার ফলে রাজ্য সরকারকে নিজেদের খরচে সামাজিক পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে হচ্ছে। যদিও সেই যুক্তি মানতে চাননি ডিএ আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের আরও বক্তব্য, তাঁরা বৈঠকে আইএএস অফিসারদের বলেছেন, "আপনারা ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। অথচ একই বাজার থেকে বাজার করি আমরাও। আমরা পাচ্ছি ৬ শতাংশ। এটা কি সঠিক বিচার হচ্ছে?" এদিনের বৈঠকে ছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্র সচিব বিপি গোপালিকা এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ।

'মহামারি এখনও শেষ হয়নি', সতর্কবার্তা দিয়ে ৮ রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ মহামারী এখনও শেষ হয়নি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ফের কোভিডের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে এমনই সতর্কবার্তা দিল কেন্দ্র। শুধু সতর্কবার্তা দেওয়া নয়, ৮টি রাজ্যকে কোভিড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ নজরদারি চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে ইতিমধ্যে ৮টি রাজ্যকে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, গোটা দেশেই কোভিড গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। তবে ৮টি রাজ্যে কোভিড পজিটিভিটির হার ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিডে মৃতের সংখ্যাও বেড়েছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এই ৮টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, কেরল, হরিয়ানা এবং দিল্লি। শুক্রবার এই রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা দিয়ে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। চিঠিতে কী বার্তা দিলেন স্বাস্থ্য সচিব? ৮ রাজ্যকে দেওয়া চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ কোভিড নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে লিখেছেন, 'মহামারী এখনও চলে যায়নি। যে কোনও স্তরে শিথিলতার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। যাতে মহামারী নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চেষ্টা বিফলে চলে না যায়।' যদিও এখনও পর্যন্ত করোনা রোগীর হাসপাতালে ভর্তির এবং মৃত্যুর হার অনেকটাই কম। তবে যে রাজ্য এবং জেলাগুলিতে সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। তাই কোভিড-পরীক্ষার হার বাড়ানো এবং কোভিড-বিধির উপরই জোর দিয়েছেন তিনি। চিঠিতে রাজেশ ভূষণ লিখেছেন, 'যে রাজ্য ও জেলাগুলিতে দৈনিক সংক্রমণ ও পজিটিভিটি হার বেশি, সেই রাজ্যগুলিতে কোভিড-ঢেউ নিয়ন্ত্রণ করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে।' যে ৮ রাজ্যে কোভিডের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে, সেই রাজ্যগুলিতে কোভিড-টেস্টের হার বাড়ানো এবং পজিটিভ রোগীদের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সের জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে, এদিন দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ৬৯২ জন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৬ হাজার ১৭০।

ইদে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা গোটা রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ রামনবমীর মতো ঘটনায় অশান্তির পূনরাবৃত্তি যাতে ইদের দিনে না হয় রাজ্য সরকার তা নিশ্চিত করবে। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে ইদের দিন কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজপথের পাশাপাশি নজর রাখা হবে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। যাতে কোনও ভাবেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে না পারে। কলকাতায় ঈদের দিন সাড়ে ৩ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, শহরের ৬৭৮টি জায়গায় নামাজের অনুষ্ঠান হবে। সেই উপলক্ষ্যে সাড়ে ৩ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা পথে নেমে সারাদিন আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়াও থাকছে ৫৮টি মোবাইল পেট্রলিং টিম, ৩৬ বাইক পেট্রলিং টিম। তাঁরা শহরজুড়ে টহলদারি চালাবে। ১৮টি এইচআরএফএস মোতায়েন থাকবে বিভিন্ন জায়গায়। পাশাপাশি, নিরাপত্তার কারণে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা মিলিয়ে মোট ৩৪৬টি পুলিশ পিকেট করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশের একটি বাহিনী।কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) পান্ডে সন্তোষ জানিয়েছেন, ইদকে কেন্দ্র করে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষত, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখার জন্য সাইবার বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনওরকম উস্কানিমূলক পোস্ট হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ফের তপসিয়ায় ভয়াবহ আগুন, ইদের প্রাক্কালে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ খুশির ইদের প্রাক্কালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তপসিয়ায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তপসিয়ায় একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। কারখানাটি দাহ্য পদার্থে ঠাসা থাকায় কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্রুত গতিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তপসিয়ার সাপগাছি অটোস্ট্যান্ডের কাছে একটি পিভিসি কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। ওই কারখানায় সিইএসসি বক্স থেকেই আগুন লাগে বলে দমকল সূত্রে খবর। তবে দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিলজলা থানা এলাকায় পিভিসি কারখানার ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন আশপাশেও ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত আশপাশে ছড়িয়ে পড়ায় পরে আরও ৬টি ইঞ্জিন আসে। তারপর দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় কারখানার আগুন নেভানো সম্ভব হয়। শর্ট সার্কিট থেকেই কারখানাটিতে আগুন লেগেছিল বলে দমকল বাহিনীর প্রাথমিক অনুমান। এলাকাটি ঘিঞ্জি হওয়ায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয় বলে দমকল আধিকারিক জানান। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। ঠিক কত টাকার ক্ষতি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ওই কারখানা কর্তৃপক্ষ সহ আশপাশের কারখানা, দোকানেরও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করবে সিবিআই

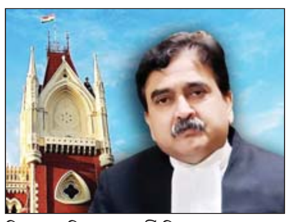

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের পর পুরসভা নিয়োগেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুর্নীতি নিয়োগের তদন্তভার সিবিআইকে দিল। প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে এমন কিছু নথি উঠে আসে যা থেকে তারা দাবি করে, রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভাতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে। তারপরই তারা আদালতে এই নিয়োগ মামলায় নতুন করে এফআইআর করে তদন্ত করতে চায় বলে জানায়। শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে সেই আবেদনের শুনানি ছিল। এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "শিক্ষক নিয়োগে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন একই লোকজন এই দুর্নীতিতেও যুক্ত আছেন। এই বিষয় খতিয়ে দেখবে সিবিআই।" কেন্দ্রীয় এজেন্সি যাতে তদন্ত করতে দিয়ে কোনও বাধার সম্মুখীন না হয় তাই তারা নতুন করে এফআইআর করতে পারবে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, রাজ্যের ডিজি ও মুখ্যসচিব যেন সব দফতরকে তদন্তে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমস্ত থানার আইসিকে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তে নেমে হুগলির শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় ইডি। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে তারা। ইডি দাবি করে, অয়নের কাছ থেকে যেসব ওএমআর শিট পাওয়া গেছে তা পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত। সেই থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তবে কি পুরসভা নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে? ইডি সেই নিয়েই আলাদা করে তদন্ত করতে চায় বলে আদালতে জানায়। এদিন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "সাধারণ মানুষ ১০ হাজার টাকা রোজগার করতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করছে। আর রাজনৈতিক নেতাদের থেকে যখন তখন ৫০ কোটি ৪০ কোটি টাকা বেরিয়ে আসছে। এই টাকার মালিক সাধারণ মানুষ।" বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, সিবিআইকে আগামী ২৮ এপ্রিলের মধ্যে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে।

নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আর্জি চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতির সব মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানালেন চাকরিহারারা। দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় অনেকেরই চাকরি গিয়েছে আদালতের নির্দেশে। অনেক ক্ষেত্রে সেই চাকরিহারারা ফের আদালতের দ্বারস্থও হয়েছেন। সেই সব মামলাই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে সরানোর জন্য আবেদন জানিয়ে মামলা হয়েছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, প্রাথমিক, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ সহ নিয়োগ সংক্রান্ত বিচারাধীন সব মামলাই স্থানান্তরের আবেদন করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি চাকরি বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তিন দফায় মোট ২৬৯ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। গত ২৩ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে যাঁরা মামলা করেছিলেন, মূলত তাঁদের আবেদনের ওপর ভিত্তি করেই সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এই চাকরি বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। মামলাকারীরা আদালতে জানিয়েছিলেন, তাঁদের পার্টি পর্যন্ত করা হয়নি এই মামলায়। আদালতে প্রশ্ন ওঠে, কিসের ভিত্তিতে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হল? আদালত শুনানিতে সে কথা জানতে চেয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পর, ডিভিশন বেঞ্চেও বহাল ছিল সেই নির্দেশ। এবার সব মামলাই সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানানো হল। এসএসসি থেকে প্রাথমিক, সব নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সিবিআই ও ইডি তদন্ত করছে সেই দুর্নীতির। ওএমআর কারচুপির অভিযোগেই মূলত চাকরি গিয়েছে অনেকের।

সত্যপালকে ডাকল সিবিআই

পুলওয়ামা নিয়ে করেছিলেন বিস্ফোরক মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ এবার সিবিআই জেরার মুখে পড়তে চলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স দুর্নীতি মামলার সাক্ষী হিসেবে জেরা করার জন্য আগামী ২৮ এপ্রিল তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সত্যপাল জানিয়েছেন, কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে সেন্ট্রাল দিল্লিতে সংস্থার আকবর রোডের গেস্ট হাউজে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই। "আমি রাজস্থানে যাচ্ছি, তাই আমি ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ডেট দিয়েছিলাম ওঁদের, যে সময়টা আমি থাকব," সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সত্যপাল। জানা গেছে, ২০১৮ সালে রাজ্যপাল থাকাকালীন অনিল আম্বানির বিমা সংস্থা 'রিলায়েন্স জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর একটি চুক্তি বাতিল করেছিলেন সত্যপাল। জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের লোকজনকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার স্বাস্থ্য বীমা করিয়ে দেওয়ার নাম করে দুর্নীতি করার অভিযোগ উঠেছিল সংস্থাটির বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় এটি এফআইআর দায়ের করেছিল সিবিআই, যেখানে রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স-এর পাশাপাশি নাম ছিল ট্রিনিটি রিইন্স্যুরেন্স ব্রোকার্স-এরও। সেই ইন্স্যুরেন্স সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন সত্যপাল, তার পরেই ঘটনার তদন্ত নেমেছিল সিরিয়াল। সত্যপাল জানিয়েছিলেন, বীমা সংস্থাটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর তিনি নিজেও সমস্ত ফাইল খতিয়ে দেখেছিলেন এবং তাঁর মনে হয়েছিল সমস্ত অভিযোগই ঠিক। ভুলভাবে সংস্থাটির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল বলে বুঝতে পারার পর সেই চুক্তি তিনি বাতিল করে দেন বলে জানিয়েছিলেন সত্যপাল। সেই ঘটনার তদন্তের জন্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেও প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেছিল সিবিআই। তারপর ফের আরও কিছু প্রশ্নের সদুত্তর পেতে ফের তাঁকে ডেকে পাঠাল কেন্দ্রীয় সংস্থা। গত সপ্তাহেই ২০১৯ এর পুলওয়ামা হামলা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সত্যপাল মালিক। একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছিলেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটির কারণেই পুলওয়ামার ঘটনা ঘটেছিল যেখানে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৮ সালের ২৩ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল হয়েছিলেন সত্যপাল মালিক। ওই পদে ছিলেন ২০১৯ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। তারপর গোয়া এবং মেঘালয় - আরও দুই রাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

'ভাগ্য ভাল শুভেন্দু বলেনি, এতো গরমের জন্য তৃণমূল দায়ী,' কটাক্ষ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ সাংবাদিক বৈঠকেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একের পর এক কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, "ওঁনার (শুভেন্দু অধিকারী) জানা উচিত জল ধরো, জল ভরো সাকসেসফুল। জল নিয়ে সেনসাস বেরিয়েছে। তাতে বাংলার প্রশংসা করা হয়েছে। তাহলে দিল্লি, রাজস্থানে গরম কেন? বাংলায় ছোট-বড় জলাধার সবচেয়ে বেশি। জল সংকট এখন হচ্ছে না। ওয়াটার বডি সেনসাস রিপোর্ট দেখে নিন। আমাদের ভাগ্য ভাল, শুভেন্দু অধিকারী বলেননি যে, এত গরম পড়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী।"

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সম্প্রতি নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশ মতো এদিন তেহট্টে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। এদিন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিষয়টি নিয়ে বলেন, "তাপস সাহা নিয়ে কোনও মন্তব্য নয়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে আইনি লড়াই লড়ুন। আর ওনার লঘু কথা বলার অধিকার নেই।" কুণাল আরও বলেন, "রাজ্য সরকার চাকরি দিতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী চাকরি দিতে চায়। কিন্তু এখানে মিলিত রাজনৈতিক শক্তি, আদালতে গিয়ে মামলা করে চাকরি আটকাচ্ছে। ডিএ নিয়ে দাবি হতেই পারে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হবে। প্রশাসন আলাদা করে দেখছে।" তৃণমূল মুখপাত্রের কথায়, "রাজনৈতিক পর্যটকরা আবার আসছেন। অনেক মৃতদেহ দেখে রাজনীতি করবে। এরা উত্তরপ্রদেশ যায় না। কিন্তু এখানে তদন্ত হবার আগেই চলে আসে।"

'শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে সরকার', রাস্তায় হামাগুড়ি 'যোগ্য' প্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ হকের চাকরির দাবিতে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন চাকরি প্রার্থীরা। মামলার পর মামলা হয়েছে, তারপরও সুরাহা হয়নি তাঁদের। সরকারের আশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। শুক্রবার দুপুরে হামাগুড়ি দিয়েই রাজভবনের পথে এগোতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, সরকার তাঁদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে। ৯-১০ বছর ধরে রাস্তায় বসে রয়েছেন তাঁরা, অথচ টাকা দিয়ে চাকরি করছেন অযোগ্যরা? এই প্রশ্ন তুলেই রাজভবনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। তবে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা এগোনোর পরই পুলিশ গাড়িতে তুলে নেয় চাকরি প্রার্থীদের। প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, সব স্তরের চাকরি প্রার্থীরাই এদিন রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানানোর উদ্যোগ নেন। তাঁদের দাবি, রাস্তায় দিনের পর দিন বসে থাকতে থাকতে তাঁদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া হয়েছে, একথা বোঝাতে এভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের অবস্থার কথা জানাতে চান রাজ্যপালকে। এক চাকরি প্রার্থী বলেন, রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনও সুরাহা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। আর কোনও উপায় নেই। কেউ পরীক্ষা দিয়েছে, ২০০৯ সালে, কেউ ২০১৪ সালে। পরে পুলিশ তাঁদের গাড়িতে তুলে নিলে প্রতিবাদ জানান প্রার্থীরা। তাঁরা বলেন, "আমরা রাস্তায় হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়েই রাজভবনে পৌঁছতে চেয়েছিলাম। পুলিশ আমাদের তুলে নিল।" পরে তাঁদের রাজভবনে পৌঁছে দেয় পুলিশ। নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে কার্যত জেরবার রাজ্য সরকার। এসএসসি-প্রাথমিক পর্ষদের বিরুদ্ধে উঠেছে ভূরি ভূরি অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে চাকরিও গিয়েছে অনেকের। তারপরও চাকরি মেলেনি অনেকের। আজও রাস্তায় বসে রয়েছেন অনেক যোগ্য প্রার্থী।

চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসকদের নিয়োগ ও মেডিক্যাল অফিসারদের অবসরের বয়সসীমা বাড়াল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ চিকিৎসকদের বয়সের চুক্তির মেয়াদ বাড়াল স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যে চিকিৎসকের ঘাটতি মেটাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি রাজ্য সরকারের। ন্যাশনাল হেল্‌থ মিশনের আওতায় চিকিৎসকদের চুক্তির মেয়াদ বাড়ছে আরও। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যে চুক্তি ৬২ বছরে শেষ হয়ে যেত, সেটা বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তি পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে বা পুনরায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৬৫ বছর, সেটা বাড়িয়ে ৭০ বছর করা হয়েছে। মেডিক্যাল অফিসারদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন চিকিৎসকের একাংশ। চিকিৎসক মানস গুমটা বলেন, "ভারতবর্ষের মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর। ৬৭ বছর বয়সে নিয়োগের কথা অতীতে আমরা শুনিনি।" তাঁর মতে, সদ্য পাশ করা চিকিৎসকেরা যে উদ্যমে কাজ করবেন, ৭০ বছর বয়সেও সেভাবে কাজ করা আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসকের প্রশ্ন, "বছরে ৪৫০০ আধুনিক মেডিসিনের চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে বলে সরকার দাবি করে। তাহলে ডাক্তারের অভাব থাকবে কেন? কেন অবসরের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হবে?" অতীতেও মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস বা হেলথ সার্ভিসে কোনও বিকল্প পথ খোলা না রেখে এক তরফা অবসরের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। চিকিৎসক সংগঠনের নেতা মানস গুমটা বলেন, "চিকিৎসকদের বন্ডেড লেবার করে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল হেলথ মিশনের কাজ পুরোপুরি জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত। এই কাজ ঠান্ডা ঘরে বসে করা যায় না। গোটা জেলায় ঘুরে ঘুরে এই কাজ করতে হয়। ৭০ বছর বয়সে এই কাজ করা সম্ভব? এই আদেশনামার মানেই হল জনস্বাস্থ্যকে পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া। এটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা।" চিকিৎসকের অভাব নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে আগেও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, চিকিৎসকের অভাব মেটাতে পদক্ষেপ করা হবে। গ্রামে গ্রামে কোয়াক ডাক্তারদের কাজে লাগানোর কথাও বছর দুয়েক আগে জানিয়েছিলেন মমতা।

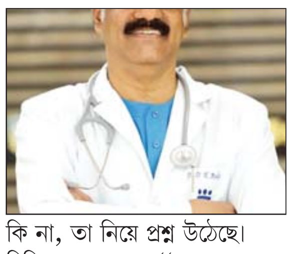

জনসাধারণের জন্য বন্ধ শ্রীনগরের টিউলিপ গার্ডেন, ৩.৬৫ লক্ষ পর্যটকের আগমণ এই উদ্যানে

শ্রীনগর, ২১ এপ্রিল ঃ শ্রীনগরে পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ টিউলিপ গার্ডেন। সেই টিউলিপ গার্ডেন শুক্রবার থেকে বন্ধ হয়ে গেল। শুক্রবার থেকে জনসাধারণের জন্য শ্রীনগরের টিউলিপ গার্ডেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ, সেই মতো এদিন থেকেই টিউলিপ গার্ডেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের জন্য।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টিউলিপ ফুল প্রায় শেষ হতে চলেছে, তাই টিউলিপ গার্ডেন জনসাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকছে। এ বছর গত ১৯ মার্চ উদ্যানটি খুলে দেওয়া হয়েছিল, এবার রেকর্ড সংখ্যা পর্যটক ও সাধারণ মানুষ টিউলিপ গার্ডেন দর্শন করেছেন, সংখ্যাটি প্রায় ৩.৬৫ লক্ষ।

কোহলির চোখে আইপিএলের সেরা ক্রিকেটার যিনি

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল ঃ আইপিএলে সেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে বিরাট কোহলি অন্যতম। টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের মালিক তিনি। ২২৯ ম্যাচে তিনি করেছেন ৬ হাজার ৯০৩ রান, যদিও স্ট্রাইকরেটটা ঠিক টি-টোয়েন্টিসুলভ নয় তার। সেই কোহলির চোখে আইপিএল সেরা কে? আইপিএল সেরা ক্রিকেটারের প্রশ্নে কোহলি বেছে নিয়েছেন একজন ব্যাটার ও একজন বোলারকে। সেই তালিকায় স্থান পাননি মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, সুরেশ রাইনা, জাসপ্রিত বুমরাহ, ডোয়াইন ব্রাভোদের মতো খেলোয়া।রা। কে স্থান পেলেন কোহলির তালিকায়?জিও সিনেমার সঙ্গে আলাপকালে সেরা হিসেবে কোহলি বেছে নিয়েছেন তার প্রাক্তন বেঙ্গালুরু সতীর্থ এবি ডি ভিলিয়ার্স ও শ্রীলঙ্কান পেসার লাসিথ মালিঙ্গাকে। তিনি বলেন, ‘ প্রশ্ন। মনে হয় এটা আইপিএলে সেরা ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্স নয়তো লাসিথ মালিঙ্গা।’

ফের নারীকেন্দ্রিক সিরিজে সন্দীপ্তা, ''নষ্টনীড়''-এ হাজির অভিনেত্রী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ ছোটপর্দার অভিনেত্রী হলেও বর্তমানে ওয়েব সিরিজে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন । এবার অদিতি রায় পরিচালিত নারীকেন্দ্রীক ওয়েব জুড়ে ''নষ্টনীড়''- এ হাজির অভিনেত্রী। সন্দীপ্তা ছাড়াও এই সিরিজে থাকছেন অঙ্গনা রায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, রুকমা রায়। প্রকাশ্যে এসেছে সিরিজে চরিত্রদের লুক। সিরিজের গল্প এগোবে এক গৃহবধূর লড়াইয়ের বলার নিয়ে। সিরিজে সন্দীপ্তার চরিত্রের নাম অপর্ণা। স্বামী ঋষভের সঙ্গে তাঁর সাজানো সংসার। সন্দীপ্তার স্বামীর চরিত্রে দেখা যাবে সৌম্যকে ।হঠাৎ হ্যাশট্যাগ মিটু অভিযোগ আসে অপর্ণার স্বামীর ওপর। হ্যাশট্যাগ মিটু নিয়ে এখন বেশিরভাগ মানুষই ওয়াকিবহাল । হেনস্থা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব প্রচলিত একটি হ্যাশট্যাগ । আর এই ''মিটু''-ই এক মুহূর্তে ওলটপালট করে দেয় অপর্ণার সংসার । তারপর কি হবে তা জানার জন্য দেখতে হবে সিরিজটি । খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে এই সিরিজ

প্রবীণ সিপিএম নেতা মদন ঘোষ প্রয়াত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা মদন ঘোষ। শুক্রবার সকাল ৭.১০ মিনিটে বর্ধমানের বাড়িতেই প্রয়াত হন তিনি। দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই নেতার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।দীর্ঘ দিন ধরে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় দলের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রবীণ এই নেতা। দলের

বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, দেশকে শক্তিশালীকরণই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান লক্ষ্যঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, দেশকে শক্তিশালীকরণই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সিভিল সার্ভিসেস দিবসের অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সরকারি কাজে দক্ষতার স্বীকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী উৎকর্ষ পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নততর করতে ব্যতিক্রমি এবং অভিনব কাজের স্বীকৃতিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি আধিকারিক এবং সংগঠন এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকার এখন সময় এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করছে। বর্তমানে সরকারের প্রধান লক্ষ্য ''দেশ-প্রথম'' এবং ''নাগরিক-প্রথম''। সরকারের প্রধান লক্ষ্য এখন বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, দেশকে ক্ষমতায়ন করা। মোদী আরও বলেছেন, আমলাতন্ত্র ব্যর্থ হলে দেশের ক্ষতি হবে! আমলাতন্ত্র হোঁচট খেলে তারুণ্যের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে! এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে। সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে, যিনি আমলাতন্ত্রকে ''ভারতের ইস্পাত ফ্রেম'' বলে মনে করতেন।

ইদ উপলক্ষে সুদানে ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা

খার্তুম, ২১ এপ্রিল ঃ সুদানে আর ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি পালন করবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইরত আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) । আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে অস্ত্রবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আরএসএফ ।এক বিবৃতি বলা হয়, ইদের জন্য আরএসএফ ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি পালন করবে। এটি স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ৬টায় কার্যকর হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, পবিত্র ইদুল ফিতরে নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং তাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য মানবিক করিডোর উন্মুক্ত করা হয়েছে।সুদানে

সেনাবাহিনীর সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত ৩৫০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি। রাজধানী খার্তুম ছেড়ে পালাচ্ছে হাজার হাজার বাসিন্দা। একইসঙ্গে অনেক দেশ সুদান থেকে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে।গেল শনিবার সকাল থেকে সুদানের রাজধানীতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। চলমান এই সংঘাতের কারণে জনজীবনে সংকট নেমে এসেছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) জানিয়েছে, সরবরাহ সংকটের কারণে সারা দেশের সাতটিরও বেশি অঙ্গরাজ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছে।সুদানে ডব্লিউএইচওর প্রতিনিধি ডা. নিমা সায়েদ আবিদ বলেন, ‘ বেশির ভাগ হাসপাতাল থেকে ওষুধের সরবরাহ, রক্ত, অক্সিজেন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সরঞ্জামের সংকটের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ’-

ত্রিপুরায় গত দশ বছরে জিএসডিপি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে মাথা পিছু গড় আয়

আগরতলা, ২১ এপ্রিল ঃত্রিপুরায় গত দশ বছরে জিএসডিপি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি মানুষের মাথা পিছু গড় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় গড় আয়ের সাথে রাজ্যে মানুষের গড় আয়ের বিশেষ ফারাক নেই।ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে জিএসডিপি ছিল ১৯২০৮.৪১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে জিএসডিপি বেড়ে দাড়িয়েছে ৬৪৭৭৮.০৮ কোটি টাকা। তেমনি ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজ্যের মানুষের মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৪৭১৫৫ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজ্যের মাথা পিছু গড় আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০৮০৩টাকা।এদিকে২০২১-২২ অর্থ বছরে জাতীয় মাথা পিছু গড় আয় ১৫০০০৭ টাকা। তাতে দেখা যাচ্ছে, মাথা পিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যানের সাথে রাজ্যের বিশেষ ফারাক নেই।

মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার ভাবনার মাঝেই একাধিক শূন্য উপাচার্য পদ নিয়ে ধন্দ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃমুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য করার ভাবনার মাঝেই একাধিক প্রতিষ্ঠানে শূন্য উপাচার্য পদ নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। বুধবারেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য আশিস চট্টোপাধ্যায়ের এক মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার থেকে ফের ঐতিহ্যপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠান মস্তকহীন। আশিসবাবু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা)। মোট ছ'মাস তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে কাজ করলেন তিনি।বেশ ক'দিন আগেই আচার্য-রাজ্যপালের দফতর থেকে স্থায়ী উপাচার্য পদে মনোনয়নের জন্য সন্ধান কমিটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা প্রায় কোথাও হয়নি সন্ধান কমিটির কাঠামো নতুন করে করা হবে বলে। কর্মদিবসের শেষে, বেলা পাঁচটায় কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রশ্নের উত্তরে এই প্রতিবেদককে বলেন, এখনও পর্যন্ত কিছু খবর পাইনি। কী হবে, কোনও আন্দাজ নেই।সূত্রের খবর, চতুর্থ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাঁকে পরবর্তী অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হবে।নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা দফতরকে না-জানিয়ে রাজ্যপালের কোনও নির্দেশ আসবে কি না, সেই বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে কারও কোনও ধারণা নেই। এ দিকে, রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ম্যাকাউট) এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অস্থায়ী উপাচার্য নামও এখনও জানানো হয়নি। বেশ ক'দিন ধরে ওই সব প্রতিষ্ঠান মুণ্ডহীন হয়ে আছে।

রাস্তা আটকে নয় কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ইদের আগে যোগী সরকারের নির্দেশ জারি

লখনউ, ২১ এপ্রিলঃসড়ক আটকে কিংবা যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যাবে না উত্তরপ্রদেশে। গত বুধবার এই নির্দেশিকা জারি করল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। পাশাপাশি ইদ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার আগে যোগী সরকারের সিদ্ধান্ত, অশান্তি এড়াতে ধর্মীয় স্থান এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হবে।বুধবার উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব সঞ্জয় প্রসাদ এবং পুলিশের ডিজি আরকে বিশ্বকর্মা ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জেলা স্তরের পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার পরেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সঞ্জয় বলেন, ‘ অবস্থাতেই রাস্তা আটকে বা যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রা করা যাবে না। উপাসনাস্থল বা নির্ধারিত জায়গাতেই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।''

আগামী বছরগুলিতে অসমে ২৪ মেডিক্যাল কলেজ হবে

গুয়াহাটি, ২১ এপ্রিল ঃ আগামী বছরগুলিতে অসমে ২৪ মেডিক্যাল কলেজ হবে, এইমস এবং সম্প্রতি তিনটি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া আজ তিনি শুরু করলেন আয়ুস্মান কার্ড বিতরণ অভিযানও।সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদী গুয়াহাটির চাংসারিতে ১,১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) জাতির উদ্দেশে উসর্গ করেছেন। গুয়াহাটি এইমস উত্তরপূর্ব ভারতে ৭৫০ শয্যার অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। গুয়াহাটিতে এইমস-এর মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় অসম সহ অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী চাংসারিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস-এর শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এইমস ছাড়াও এই মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি তিনটি নবনির্মিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এগুলি ৬১৫.৪৭ কোটি টাকায় নলবাড়িতে (১,১৭,১১৯ বর্গ মিটার এলাকায় নির্মিত), ৫৯৯.৮০ কোটি টাকায় নগাঁওয়ে (১,২৯,৫০০ বর্গ মিটার এলাকায় নির্মিত) এবং ৫৩৫.৮৭ কোটি টাকায় নবনির্মিত কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (৯২,১২৯ বর্গ মিটার এলাকায় নির্মিত)।এছাড়া, আইআইটি গুয়াহাটি ক্যাম্পাসে ৫৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আসাম অ্যাডভান্সড হেলথকেয়ার ইনোভেশন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রকল্পটি অসম সরকার এবং আইআইটি গুয়াহাটির যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হবে। ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গবেষণা এবং উদ্ভাবনী প্রচারের লক্ষ্যে এটি ওষুধের সীমান্তবর্তী এলাকায় বহু-বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নকে লালন করবে। পাশাপাশি, এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে জাতির সামনে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং আমদানি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রদান করা।এইমস-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে ১.১ কোটি আয়ুস্মান ভারত পিএম-জেএওয়াই কার্ড বিতরণের সূচনাও করেছেন। এর মাধ্যমে আয়ুস্মানভুক্ত পরিবার পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন স্বাস্থ্যসেবা চিকিৎসার সুবিধা পাবে। এর সুবিধা ওই সমস্ত সুবিধাভোগীদের দেওয়া হবে যাঁরা খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত।এই অনুষ্ঠানে বহুজনের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডবিয়া, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. ভারতী প্রবীণ পাওয়ার, অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, এইমস-গুয়াহাটির এগজি কিউটিভ ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. অশোক পুরানিক প্রমুখ।

কংগ্রেস নেতা কৌস্তভের নিরাপত্তায় সিআইএসএফ মোতায়েন নির্দেশ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দলের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠা কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখামুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত কথাবার্তা বলায় তিনি আপাতত শাসকদলের বিরাগভাজন। রয়েছে হামলার আশঙ্কা। তাই কৌস্তভের আইনজীবীর এই সওয়ালের ভিত্তিতে শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্ট আগামী একমাসের জন্য সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েনের নির্দেশ দিল। কতজন জওয়ান মোতায়েন থাকবে, সেই সিদ্ধান্ত বাহিনীর উপরেই ছেড়েছেন বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ মে।শুক্রবার কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী সওয়াল করেন, রাজ্য পুলিশ কৌস্তভকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, আর তা নিয়ে কোনও অভিযোগও নেই।পালটা কৌস্তভের আইনজীবীর সওয়াল, বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে শাসকদলের বিরাগভাজন তিনি। হামলার আশঙ্কা রয়েছে। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দেন, আপাতত একমাসের জন্য বহাল থাকবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। সিআইএসএফ মোতায়েন রাখতে দেবে। তবে কতজন জওয়ান থাকবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে সিআইএসএফ-ই।কৌস্তভকে নিয়ে এত আলোচনার সূত্রপাত গত মাসের প্রথম দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুরুচিকর আক্রমণের পর কংগ্রেসের তরুণ নেতা কৌস্তভের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেন এক নেতা। তার ভিত্তিতে গত মাসে তাঁর বারাকপুরের বাড়িতে রাতভর তল্লাশি চালায় বড়তলা থানার পুলিশ। সকালের দিকে কৌস্তভকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হলে সঙ্গে সঙ্গেই জামিন পেয়ে যান তিনি।এরপর পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে প্রতিবাদ স্বরূপ মাথা নেড়া করেন কৌস্তভ। সঙ্গে শপথ নেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুল রাখবেন না। পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থও হন। সেই মামলায় শুক্রবার তাঁকে সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েনে অনুমতি দিলেন বিচারপতি মান্থা।

কোভিড-সংক্রমণ রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে! ভারতে মৃত্যু আরও ১৯ জনের, সক্রিয় রোগী ৬৬-হাজারের উর্ধ্বে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ সামান্য কমলেও, ১১-হাজারের উর্ধ্বেই রয়েছে, ফের বৃদ্ধি পেল, তবে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১১,৬৯২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১৯ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৬,১৭০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,২৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৭২,২৫৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬৪৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৩১,৯৭৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,২৯,৭৩৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ঈদ উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, শান্তি ও সম্প্রীতি কামনা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুক্রবার এক বার্তায় তিনি জানান, এই উৎসব বিশ্বজুড়ে সকলকে সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মূল্যবোধের কথা স্মরণ করায়। শুধু দুই দেশই নয়, সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন শ্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুমুখী অংশীদারিত্বকে সুসম্পর্কের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে শ্রীমতী হাসিনার ব্যক্তিগত অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত আরো অনেক কাজ করতে আগ্রহী বলেও তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না দিলীপ ঘোষের। শুক্রবার ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বেফাঁস মন্তব্য করলেন তিনি। যার জেরে প্রবল কটাক্ষের শিকার হয়েছেন বিজেপি সাংসদ।উত্তরবঙ্গে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বিজেপি সাংসদ তাঁর। সেই কারণে শুক্রবার সকালে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছন তিনি। স্টেশনের বাইরে চা চক্রে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকে একাধিক ইস্যুতে তুলোধোনা করেন শাসকদলকে। সেখানেই ওঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচি প্রসঙ্গ।বৃহস্পতিবার অভিষেক জানিয়েছেন, তাঁর কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামে গ্রামে যে সভা হবে তাতে ডাকা হবে সব দলের নেতাদের। সেই নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকার কে? উনি কোন হরিদাস পাল? উনি কি মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রীরও ডাকার সাহস নেই। আমার দলের নেতারা গিয়ে কাপড় খুলে দেবে।এর পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ বলেন, ওনাদের ক্ষমতা নেই কাউকে ডাকার। নিজের দলের লোকেদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। বিজেপিকে কি ডাকবে! আমিও তো সাংসদ। সেরকম হলে আমাকেই ডাকুন না।মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিজেপি সাংসদের ‘ কাপড় খোলার’ মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক। অনেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। অনেকের ব্যাখ্যা, দিলীপবাবুর মুখের কথা এরম। উনি সেই অর্থে মোটেই মুখ্যমন্ত্রীর ‘ কাপড় খোলার’ কথা বলেননি।

মুখ্যমন্ত্রী যোগীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন সুনীল গাভাস্কার, খেলাধুলার প্রচার নিয়ে আলোচনা

লখনউ, ২১ এপ্রিল ঃ লিটল মাস্টার নামে খ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাই ট্রাস্ট মুম্বইয়ের পদাধিকারী শ্রীনিবাসের সঙ্গে সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে পৌঁছেছিলেন লিটল মাস্টার।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সুনীল গাভাস্কার উত্তর প্রদেশে খেলাধুলার সম্ভাবনা এবং প্রচার নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী লিটল মাস্কারকে ওডিওপি পণ্য উপহার দেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, জি-২০ ও সুদানের পরিস্থিতি নিয়ে হয়েছে কথা

নিউইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর সুদানের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর অস্ত্রবিরতির লক্ষ্যে পৌঁছতে কূটনৈতিক কি উপায় গ্রহণ করা যায়, মূলত তা নিয়েই অ্যান্তনিও গুতেরেসের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ইউক্রেন সংঘাত এবং ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব-সহ অনেক বিষয়েই তাঁদের মধ্যে কথা হয়।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমাদের মধ্যে খুব ভাল আলোচনা হয়েছে, সুদান পরিস্থিতি নিয়েই বেশি কথা হয়েছে আমাদের। এছাড়াও জি-২০ এবং ইউক্রেন সংঘাত নিয়েও আলোচনা করেছি। সুদানে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এবং এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মুহুর্তে, যুদ্ধবিরতি না হলে এবং করিডোর না থাকলে, মানুষের পক্ষে সত্যিই বেরিয়ে আসা নিরাপদ নয়। একইসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেছেন, আমি গায়ানা, পানামা, কলম্বিয়া এবং ডোমিনিকান রিপাবলিক যাচ্ছি।প্রসঙ্গত, গায়ানা, পানামা, কলম্বিয়া এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকে ৯ দিনের সফরে রওনা হচ্ছেন ডক্টর এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী হিসাবে ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবিয় দেশগুলিতে এটাই তাঁর প্রথম সফর। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে নিউইয়র্ক পৌঁছে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে আন্তনিয়ো গুতেরেসের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

প্রয়াত সৌগত রায়ের স্ত্রী ডলি রায়, ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি ছিলেন বেসরকারি হাসপাতালে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃঅকালেই প্রয়াত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ের স্ত্রী ডলি রায়। দীর্ঘ দিন ধরেই দুরারোগ্য ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই শুক্রবার সকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।পেশাগত জীবনে চা-স্বাদ বিশেষজ্ঞ ছিলেন সৌগত রায়ের স্ত্রী ডলি। সক্রিয় রাজনীতিতে কখনও দেখা যায়নি তাঁকে। তৃণমূল সাংসদ সৌগতের সঙ্গে লেক গার্ডেন্সের বাসভবনে থাকতেন তিনি।

দিল্লির সাকেত আদালত চত্বরে চলল ৪ রাউন্ড গুলি

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃদিল্লির সাকেত আদালতে গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সকালে আচমকা গুলি চলতে শুরু করে দিল্লির সাকেত কোর্ট চত্বরে। ৪ রাউন্ড গুলি চলে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। খবর পেতেই পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। কী কারণে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে, সে বিষয় এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।তবে, গুলি চালানোর জেরে এক মহিলা আহত হয়েছেন। মোট ৪ রাউন্ড গুলি চালানো হয় সাকেত কোর্ট চত্বরে। আদালত চত্বরে ওই

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২এপ্রিলঃশনিবার, ৮ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং৩৭শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৪মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৮মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন।।

বৃষভ রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। চিকিৎসার ভালো হবে।

মিথুন রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সংসারে শান্তি হবেই।

কর্কট রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে এবং আপনার অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই সময়কে ব্যবহার করা উচিত। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

সিংহ রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। শুভদিন।

কন্যা রাশিঃবিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি হবে। শুভ দিন

তুলা রাশিঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন আজকে

বৃশ্চিক রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। শুভদিন

ধনু রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। শুভদিন

মকর রাশিঃঅন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। দিনের পরেরভাগে টাকাপয়সার অবস্থার উন্নতি হবে। বিবাহের যোগ হবে

কুম্ভ রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

মীন রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

শনিবার থেকে কমবে তাপমাত্রা, দক্ষিণের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার বড়সড় বদলের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ কোনও জেলায় আজ পর্যন্ত এবং কিছু জেলায় কাল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে। আবার কোনও জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। সবমিলিয়ে আজ মিশ্র আবহাওয়া রাজ্যে। রবিবার থেকে রাজ্যজুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বেশকিছু জেলায় আজও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। শনিবার শুধুমাত্র পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। মূলতঃ পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শনিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে। রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আর তাপপ্রবাহ নেই। রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আজকে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে মূলতঃ বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। পুবের দিকের জেলাগুলিতে আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। বেলা বাড়লে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে আজও তা প্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। শুক্রবারও মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শনিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তর বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পূর্ব বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। এর টানে দখিনা বাতাসে ভর করে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। আর অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিমের শুকনো বাতাস ও গরম বাতাস। এই দুইয়ের সংস্পর্শে বা সংঘাতে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করছে সে সেই কারণেই বৃষ্টি পার্বত্য এলাকায়। সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ বেলা বাড়লে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। রবিবার এবং সোমবার দুদিনই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। শুধু বৃষ্টি নয়, দমকা হাওয়া বইবে। তবে কিছুক্ষণের জন্যই এই বৃষ্টি হতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলকাতায় ছিল ৪০.৭ ডিগ্রি।

শ্বশুরবাড়ি আসার পথে মায়ের সামনে থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ শ্বশুর বাড়ি আসার পথে মায়ের সামনে থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন হাওড়ার এক গৃহবধূ। লিলুয়ায় চাঞ্চল্য। ৪৪ বছর বয়সী ওই নিখোঁজ মহিলার নাম লিলি দেব। পরিবার সূত্রের খবর, ১ লা বৈশাখের আগে গত ১৩ এপ্রিল হাওড়ার লিলুয়ার বেলগাছিয়া এলাকায় বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ভট্টনগর যাবার জন্য বের হন লিলিদেবী। বয়স্ক মা কল্পনাদেবী মেয়েকে টোটোয় তুলে দেবার জন্য মেয়ের পিছন পিছন আসেন। কিন্তু টোটো স্ট্যাণ্ডে এসে মেয়েকে আর দেখতে না পেয়ে তিনি ভাবেন চলন্ত টোটো ধরে মেয়ে হয়তো চলে গেছেন। তাই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি এসে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে জানান মেয়ে চলে গেছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বাড়ির বৌ ফিরে না আসায় লিলির শ্বশুরবাড়ি থেকে বার বার ফোন করে খোঁজ নেওয়া হয় বাপের বাড়িতে। এইভাবে বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি মিলে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর শুরু হয়। লিলি দেবকে খুঁজে না পেয়ে লিলুয়া থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গৃহবধূর পরিবারের তরফ থেকে আবেদন জানানো হয় যদি কেউ নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধান পান তাহলে যেন লোকাল থানায় খবর দেন। ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে লিলুয়া থানার পুলিশ। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুকুলকে নিয়ে কটাক্ষ প্রসূনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ ওর সঙ্গে তো পাঁচটা ছেলেও নেই। ওর নিজের ছেলেও নেই। সে নেতা কি করে হয়। এদের দেখলে তার হাসি পায়। মুকুলকে নিয়ে কটাক্ষ প্রসূনের। মুকুলের দিল্লি যাওয়া

প্রসঙ্গে হাওড়ায় কটাক্ষ করেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার বাঁকড়া তিন নম্বর অঞ্চলে ইফতার পার্টিতে এসে মুকুল রায়কে সরাসরি পাগল বলে কটাক্ষ করলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মুকুলকে কি না দিয়েছেন দিদি। সব দিয়েছেন মুকুলকে। মুকুলকে কটাক্ষ করে প্রসূন বলেন উনি বলছেন বিজেপিতে যাবেন। ওর সঙ্গে তো পাঁচটা ছেলেও নেই। ওর নিজের ছেলেও নেই বলেই কটাক্ষ করলেন প্রসূন। সে নেতা কি করে হয়। এদের দেখলে তার হাসি পায় বলেই জানান প্রসূন। তিনি অভিযোগ করে বলেন মুকুল আর শুভেন্দু দলের রস অনেক খেয়েছেন। আর খাওয়ার পরে বিজেপির দিকে গেছেন। এদের প্রতি কোনও সম্মান নেই তার। পাশাপাশি শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে বলেন উনি সারাজীবন ধরেই বলে যাবেন আর মমতাই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন দাবি করেন প্রসূন। শুভেন্দুকে বানিয়েছেন মমতা। ওর হাতে ৫ খানা দপ্তর ছিল। খারাপ অবস্থার সময় পালিয়ে গিয়েছে। এরচেয়ে বড় লজ্জার কিছু নেই।

২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক করোনা পজিটিভ, উদ্বেগ বাড়িয়ে আবার মৃত্যুও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি কি আবার উদ্বেগজনক হতে চলেছে? ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। নাম সুবীর কুমার সাহা। বয়স ৮০ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের বাসিন্দা ছিলেন ৮০ বছর ওই প্রৌঢ়। করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর, ১৯ তারিখ বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। একদিন পরই ২০ তারিখ রাত ৯টা ১৫ নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার আরও দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। যাঁরা দুজনও কোভিড পজিটিভ ছিলেন বলেই খবর। একজনের নাম, সুন্দরী ঘোষ। তাঁর বয়স ৯৩ বছর। বাড়ি পাটুলিতে। অন্যজন আরতি দাস। বয়স ৯২ বছর। বাড়ি পানিহাটিতে। দুজনেই ১৯ তারিখ ভর্তি হয়েছিলেন বলে খবর। প্রসঙ্গত, উদ্বেগ বাড়িয়ে চিন্তার বিষয় একটাই, রাজ্যে আবার করোনার প্রকোপ বাড়ছে। যার প্রমাণ, করোনায় রাজ্যে দৈনিক আক্রান্ত বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৯ জন। দৈনিক পজিটিভ কেসের নিরিখে যা সাম্প্রতিককালের রেকর্ড। ওদিকে সক্রিয় আক্রান্তও হাজারের গন্ডি পেরিয়েছে। রাজ্যে সক্রিয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১২৭ জন। উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে পজিটিভিটি রেটও, ১৪.২৩ শতাংশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫০ জন। উল্লেখ্য, রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি আশ্বস্ত করেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই আছে। হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো প্রস্তুত আছে। তবে সবাইকে মাস্ক পরে চলার পরামর্শ দেন। আরও বলেন, গরমে অসুখ বাড়ে। তাই নিয়ম মেনে চলুন। সাবধানে থাকুন। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই কোভিড নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। **কী কী নির্দেশিকাঃ** ১) ভিড় এড়িয়ে যান, বিশেষ করে এড়াতে হবে বয়স্ক শিশু ও প্রেগন্যান্ট মহিলাদের ২) এবার ভিড়ে তো বটেই, একটু জনবহুল জায়গায় মাস্ক মাস্ট ৩) নিয়মিত স্যানিটাইজার এবং সাবান ব্যবহার করুন আগের মতোই, বাচ্চারাও যাতে এটা করে খেয়াল রাখুন ৪) রুমালে মুখ-নাক ঢেকে কাশুন বা হাঁচুন, যত্রতত্র থুতু ফেলবেন না ৫) জ্বরে বা সর্দি-কাশিতে ভুগছেন এমন মানুষজনের থেকে সকলেই দূরে থাকুন, বিশেষ করে দূরে থাকতে হবে তাঁদের যাঁরা খুব বয়স্ক, যাঁদের কো-মরবিডিটি রয়েছে এই নিয়ম মানতে হবে প্রেগন্যান্ট মহিলাদেরও। ৬) যাঁরা এখনও কোভিডের প্রিকশন ডোজ নেননি, তাঁরা এবার নিয়ে নিন ৭) আপনি যদি জ্বরে ভোগেন, যদি আপনার গলায় ব্যথা হয় বা আপনি সর্দি-কাশিতে ভোগেন তবে কোভিড টেস্ট করাতে লজ্জা পাবেন না ৮) যদি আপনার কোভিড ধরা পড়ে তবে ১ সপ্তাহের জন্য আইসোলেশনে চলে যান ৯) যদি আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যায় বা শ্বাসকষ্ট হয় তা হলে দ্রুত হাসপাতালে যান বা ডাক্তারের পরামর্শ নিন ১০) শিশুদের বা বড়দের মধ্যেও যাঁদের পরিস্থিতি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হবে তাঁদের দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে ১১) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বা কাফ সিরাপ খাবেন না ১২) প্রয়োজন পড়লে ফোন করুন স্টেট হেল্প লাইনে ঃ ১৪৪১৬।

তীব্র গরমে পানীয় জলের হাহাকার হুগলি জেলার দেবানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। আর তাতেই গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। এই সময় চিকিৎসকরা বেশি করে পানীয় জল খেতে বলছেন। কিন্তু সেই পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। গত কয়েক মাস ধরে পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার দেবানন্দপুরের বিশালক্ষ্মিতলা মালপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দারা। গরম পড়তেই সেই সমস্যা আরও বেড়েছে। গত কয়েকদিনে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। আর এই সময় জল না পেয়ে খুবই কষ্টে রয়েছেন বাসিন্দারা। শুক্রবার তাঁরা দেবানন্দপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। বাসিন্দাদের অভিযোগ জলের লাইন দেওয়ার জন্য তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু জল সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। অনেক বাড়িতে জল পৌঁছায় না। পঞ্চায়েত এলাকার জনপ্রতিনিধি এমনকি বিধায়ককেও জানানো হয়েছে কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এলাকা ঘুরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জলের সমস্যা মেটানোর। কিন্তু তাও কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মানস বিশ্বাস বলেন, জল সমস্যা না মিটলে বুথ পর্যন্ত পঞ্চায়েতে ভোটে কেউ ভোট দিতে যাবে না। যতই এসে অনুরোধ করা হোক আমরা কেউ ভোট দিতে যাব না। কয়েক মাস ধরে কলে জল আসছে না। সবার দুয়ারে ঘুরেও জল মিলছে না। অসিত মজুমদারকে জানালেও তিনি আসছি বলেও আসেননি। এভাবে আর কতদিন চলবে? গ্রামের বাচ্চারা জল খেতে পারছে না। বয়স্কদের অবস্থাও খুব খারাপ। কেউ আমাদের দিকে একটু তাকিয়েও দেখেন না। যদিও দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের সদস্য পীযূষ কান্তি ধর জানান, জলের সমস্যা আছে এটা বাস্তব। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া যায়। তীব্র গরমে জলের স্তর নেমে যাওয়াতেই পাম্প চালিয়ে ওভার হেড রিজার্ভার ভরতে সমস্যা হচ্ছে। পঞ্চায়েতে দুটি মাত্র রিজার্ভার রয়েছে। তা দিয়ে সব এলাকায় জল দেওয়া যাচ্ছে না। গরমের জন্য ঠিকাদারের লোকজন কাজ করতে চাইছে না। আরও দুটি পাম্প বসানোর জন্য পিএইচই-কে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব কথাতে আর গা ভাসাতে রাজি নন গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের এক মহিলা জানান, এক বালতি জলের জন্য যে আমাদের কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, তা সরকারি বাবুরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে বুঝতে পারবেন না। তাঁদের কাছে আমাদের দাবি, গ্রামে এসে একবার ঘুরে দেখে যান। নাহলে ভোট পাবেন না।

আতিক-হত্যায় গান্ধীর খুনিকে টেনে অভিযুক্তদের তোপ ওয়েইসির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ যারা আতিক ও আশরফকে হত্যা করেছে তারা নাথুরাম গডসের অনুগামী। এভাবেই উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার খুনের ঘটনায় কটাক্ষ করতে দেখা গেল ওয়েইসিকে। ওই হত্যাকাণ্ডের তিন মূল অভিযুক্তকে 'জঙ্গি' বলেও তোপ দাগলেন এআইএমআইএম সুপ্রিমো। প্রশ্ন তুললেন কেন এক্ষেত্রে UAPA ধারায় মামলা রুজু করা হবে না। সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যেই আতিক-আশরফকে হত্যার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে যোগী রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে। বিরোধীদের দাবি, যোগীর শাসনে গুন্ডারাজ চলছে রাজ্যে। এর মধ্যেই এবার আসরে নামলেন ওয়েইসি। তাঁকে বলতে শোনা গেল, কেন আতিক-আশরফকে যারা খুন করল তাদের ক্ষেত্রে UAPA ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে না? কে খুনিদের অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র দিল? ৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই অস্ত্র কেনার টাকা জোগাল কে? ওরা মৌলবাদী। গডসের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। উল্লেখ্য, '৮ লক্ষ টাকা'র বিষয়টি জানিয়েছে পুলিশই। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে খুনের অস্ত্র এসেছিল তুরস্ক থেকে। এর দাম ৮ লক্ষ টাকা। এবার সেই তথ্যকেই আক্রমণের হাতিয়ার বানালেন ওয়েইসি। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে আতিক-হত্যার ঘটনায় থ হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ। চারপাশে পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে চলেছিলেন দুই 'গ্যাংস্টার'। ঠিক তখনই তাদের মাথা লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালায় এই দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে মোট ১৩ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ১০ রাউন্ড। ফিল্মি কায়দায় এহেন হত্যাকাণ্ডের পর প্রবল সমালোচনার মুখে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে এবার আক্রমণে বিজেপির বরাবরের সমালোচক ওয়েইসিও।

কুমোরটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিল অস্ট্রেলিয়ায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ পুজো আসতে হাতে এখন বেশ কয়েকটা মাস। তাতেই কুমোরটুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যস্ততা। কুমোরটুলিতে শুরু ঠাকুর বানানোর প্রস্তুতি। বছর শুরুতে যখন অনেক পুজো কমিটি এবছরের পরিকল্পনা করবেন মনে করছেন, তখনই কুমোরটুলি থেকে বিদেশে পাড়ি দিল দুর্গাপ্রতিমা। জলপথে প্রতিমা পাড়ি দিতে লেগে যায় অনেকটা। তাই স্থানীয় পুজোগুলির প্রতিমা গড়ার আগে বিদেশের বরাতগুলির কাজ সেরে ফেলছেন কুমোরটুলির শিল্পীরা। বৈশাখ মাস পড়তেই কুমোরটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দেওয়া শুরু হল। শুক্রবার ফাইবারের তৈরি এই প্রতিমা পাড়ি দিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের উদ্দেশ্যে।

ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দার্জিলিং পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পুরসভা এক দশকেরও বেশি সময় পরে পুর এলাকায় থাকা সরকারি দোকান ও বাড়ির ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাড়ি ও দোকানের জন্য ভাড়া ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। এরপরে প্রতি তিন বছর অন্তর ১০ শতাংশ হারে ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি মাস থেকেই এই বৃদ্ধি কার্যকর হয়েছে।

বাইকে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়ির, জখম তিন আরোহী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ দমদম পার্কে পর পর বাইকে ধাক্কা একটি প্রাইভেট গাড়ির। গুরুতর জখম দু'টি বাইকে থাকা তিন বাইকআরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার তখন বেলা তিনটে। বাগুইআটি উড়ালপুল থেকে দ্রুত গতিতে একটি প্রাইভেট গাড়ি দমদম পার্কের দিকে যাচ্ছিল। উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিল সেটি। গাড়িতে একজন মহিলা চালক ছিলেন। আচমকাই দমদম পার্কে সিগনালে লাল বাতি জ্বলে ওঠে। পরপর অন্যান্য গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় প্রাইভেট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি চার চাকার গাড়িকে ধাক্কা মারে। এরপর আরও দু'টি বাইকেও ধাক্কা মারে সেটি। বাইকে থাকা তিন আরোহী গুরুতর জখম হন। ওই প্রাইভেট গাড়ি ও মহিলা চালককে আটক করেছে লেকটাউন থানার পুলিশ। গাড়িটির সামনের দিক একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। পর পর দমদম পার্ক এলাকায় দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, এলাকার যান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে।

বেহালাতে এস এন রায় রোডে লাইট পোস্টে আগুন

দুরন্ত বার্তা, বেহালা, ২১ এপ্রিল ঃ বেহালার এস এন রায় রোড এ লাইট পোস্ট ভয়ংকর আগুন। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিন আগুন লাগার পরই বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তা। এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। দুটি দমকলএর ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা চলছে।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

ত্রিপুরা, ২১ এপ্রিল ঃ রেল লাইনের পাশে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুর জামজুরি রেল ব্রিজ এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনা আত্মহত্যা নাকি খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে উদয়পুর থেকে কাকড়াবন যাওয়ার পথে জামজুড়ি বৈষ্ণবীচর রেল লাইনের পাশে মান্না হোসেন (২৪)-কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষ। তাঁরাই পুলিশকে খবর পাঠিয়েছিলেন।

আগুনে ভস্মীভূত চেঙ্গাইলের ল্যাডলো বাজার পরিদর্শনে নওসাদ সিদ্দিকী

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২১ এপ্রিল ঃ আগুনে ভস্মীভূত চেঙ্গাইলের ল্যাডলো বাজার পরিদর্শন করলেন আই এস এফের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। এদিন শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ আই এস এফের চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর সামনে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারগন ক্ষোভ উগরে দেয়, এবং বলেন যে পরিকল্পনা মাফিক এ কাজ করা হয়েছে। তারা আরো অভিযোগ করেন যে এখনও পর্যন্ত মিল কর্তৃপক্ষ কোনো যোগাযোগ করেনি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগের তীর ল্যাডলো মিল কর্তৃপক্ষের দিকে। উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার গভীর রাতে

চেঙ্গাইলের ল্যাডলো বাজারে হঠাৎ আগুন লেগে প্রায় ১৫০ টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বুধবার দফায় দফায় উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান, উপপৌরপ্রধান, কাউন্সিলর, বিধায়ক, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছেন। এদিন নওসাদ সিদ্দিকী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত অয়ন শীলের স্ত্রী কাকলিকে ইডি দফতরে জেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ তলব পেয়ে শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে পৌঁছান নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত অয়ন শীলের স্ত্রী কাকলি। ইডি সূত্রের খবর, অয়নের বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর এবং কাকলির নামে দু'টি যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি মিলেছে। পাশাপাশি কাকলির নামে আলাদা অ্যাকাউন্টেরও হদিস পাওয়া গিয়েছে। সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। এর আগে একাধিক বার সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে দেখা গিয়েছে কাকলিকে। অয়নের সংস্থা এবিএস ইনফোজোনে কাকলি অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন বলে ইডি সূত্রের খবর। কাকলির পাশাপাশি শুক্রবার অয়নের ছেলে অভিষেক এবং অয়নের সংস্থার দুই কর্মচারীকেও তলব করা হয়েছে। ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, অয়নের বাড়ি এবং দফতর থেকে পাওয়া নথি থেকে জানা গিয়েছে, অভিষেক এবং তাঁর বান্ধবীর নামে হুগলিতে একটি পেট্রল পাম্প রয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতে সেই ব্যবসার কোনও 'ভূমিকা' ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্য দিকে, অয়নের দুই কর্মচারী নিয়োগচক্রের এজেন্টের কাজ করতেন কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে।

হাওড়ায় সরকারি হাসপাতালে খোলা হল কোভিড ওয়ার্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ এপ্রিল ঃ আবার চোখ রাঙাচ্ছে করোনা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাওড়ায় সরকারি হাসপাতালে খোলা হল কোভিড ওয়ার্ড। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। সেই অনুযায়ী, হাওড়ার ঘুসুড়ির টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে খোলা হল কোভিড ওয়ার্ড। হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য একটি ফ্লোর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, ফের করোনার সংক্রমন বাড়ছে। তবে তা আগের মতো মারাত্মক নয়। মৃত্যুর হার কম। তাই ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে করোনা মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য দফতর প্রস্তুত। সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'' উত্তর হাওড়ার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে ৬০টি বেড রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে। এছাড়া কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়নি। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, করোনা নিয়ে আগের মতো ভয়ের কিছু না থাকলেও জ্বর সর্দি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই করোনা নিয়ে নতুন রূপরেখা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। করোনা মোকাবিলায় একাধিক বিষয় মেনে চলতে বলা হয়েছে ওই রূপরেখায়।

মাওবাদী পোস্টার বারাসতের হৃদয়পুরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ স্লোগানই সেই একই! দিনেদুপুরে ফের মাওবাদী পোস্টার রেল স্টেশনে! ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের পর এবার বারাসতের হৃদয়পুর। রাজ্যে বাম জমানা তখন শেষের মুখে। স্রেফ জঙ্গলমহলেই নয়, মাওবাদী কার্যকলাপের দাপট ছিল কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায়ও। এখন অবশ্য পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। তাহলে? স্থানীয় সূত্রে খবর, তখন একটি ট্রেন ঢুকছিল হৃদয়পুর স্টেশনে। এদিন দুপুরে যাত্রীরা দেখেন, প্ল্যাটফর্মে বন্ধ দোকানে গায়ে লাগানো হয়েছে মাওবাদী পোস্টার! আগামী ২২ এপ্রিল লেনিনের জন্মদিন। লেনিনের নামে শপথ হিসেবে পোস্টারে লেখা স্লোগান, 'ঘরে ঘরে বেকার, বাজারে আগুন, ইভিএম ফেলে এবার জাগুন', 'সরকার বদল পণ্ডশ্রম, বিপ্লবীরাই ওদের যম'! খবর পৌঁছায় জিআরপিতে। হৃদয়পুর স্টেশনে এসে পোস্টারগুলি ছিঁড়ে দেয় রেল পুলিস। কারা লাগাল পোস্টার? পোস্টার নিচে লেখা ছিল, 'মার্কসবাদী লেনিনবাদী মাওবাদী সংগঠন'! এর আগে, মঙ্গলবার একই পোস্টার দেখা দিয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনারই খড়দহ স্টেশন চত্বরে।

পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারির নামে নোটিশ পাঠালেন অপরূপা পোদ্দার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ এপ্রিল ঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। এই অভিযোগ তুলে কিছু নথি সামাজিক মাধ্যমে এনেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার পালটা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারির নামে নোটিশ পাঠালেন তৃণমূল সাংসদ। পাশাপাশি, অপরূপা শ্রীরামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলেও খবর। থানায় অভিযোগ জানানোর পরেই বিষয়টি নিয়ে ট্যুইট করেন অপরূপা। সেখানে তিনি লেখেন, শুভেন্দু দা, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি দা এবার সম্মান দিয়ে বললাম। আপনাদের নামে কেস করলাম। শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ করলাম। এবার আপনারা আসল পেপারটা সামনে আনুন। সিবিআই ইডিকে দিন কোর্টেই দেখা হবে। এর যোগ্য জবাব আপনারা পাবেন। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে আরামবাগ তৃণমূল সাংসদও রয়েছেন। অপরূপা পোদ্দারের কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি সুপারিশ পত্র ট্যুইট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই একই চিঠি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন আইনজীবী ও বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। এতে মানহানি হয়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূল সাংসদ। শুক্রবার শ্রীরামপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী এবং তরুণজ্যোতি তিওয়ারিকে নোটিশ পাঠান অপরূপা পোদ্দার। সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে কালিমালিপ্ত করতে এই ধরনের মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। অবিলম্বে ক্ষমা না চাইলে ২০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে ডিসি অরবিন্দ আনান্দ জানান, শ্রীরামপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত চলছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যদিও ট্যুইট মাধ্যমেই বিষয়টি নিয়ে অপরূপাকে পালটা জবাব দেন বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি। তিনি লেখেন, আফরিন আলী ম্যাডাম আপনার নোটিশ আসলে উত্তর নিশ্চয়ই দেব। তার আগে তৈরি হন সিবিআইকে উত্তর দেওয়ার জন্য। আর সংস্কৃতির কথা আপনার অথবা আপনার পরিবারের কারও মুখে মানায় না। আপনার স্বামীর সেই বিখ্যাত ভিডিয়োটা এখনো সংবাদমাধ্যমে খুঁজলেই পাওয়া যাবে, নারদা নিয়ে নতুন করে না হয় নাই বললাম।

সাপ সম্পর্কে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২১ এপ্রিল ঃ সাপ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা গুলির মধ্যে একটি হল কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে বুঝি সাপের উপদ্রব হয় না। সত্যিটা জেনে হাসিই পাবে- যে প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে। তার উপর কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে প্রভাব ফেলবে কি করে। খুব বিশদে প্রবেশ না করে মোটামুটি ভাবে বলা চলে সাপের নস্টিল বা নাসারন্ধ্র থাকা সত্ত্বেও এরা গন্ধ শুঁকতে পারে না কারণ এই নস্টিলের সহিত ব্রেণের সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই, সুতরাং গাঢ় ঘ্রাণশক্তি লাভ থেকে এরা বঞ্চিত বরং এদের অর্ধবিভক্ত জিভে কিছুটা কেমিক্যাল সেন্সিটিভ হওয়ায় সামান্যতম গন্ধ অনুভব করতে পারলে ও হাসনুহানা ফুল কিংবা কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ পাবে এরইমত অসম্ভব। বরং ব্যাপারটা কিছুটা ঘুরিয়ে নাক ধরার মতো, সাপের প্রধান খাদ্য ইঁদুর, ব্যাঙ প্রভৃতি। তাই যেখানে এদের উপদ্রব বেশি সেখানে সাপের আনাগোনা বেশি। কার্বলিক অ্যাসিড পক্ষান্তরে ফেনলের নিজস্ব একটা উৎকট গন্ধ আছে। সেই ঝাঁঝালো অসহ্য গন্ধ ইঁদুর বা ব্যাঙের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ তারা কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ এড়িয়ে চলে। এদের অবর্তমানে সাপের আসার সম্ভাবনা কম কারণ শিকার যেখানে- সাপ ও সেখানে। ২য় কারন হচ্ছে এই ফেনল যৌগটি ততক্ষন স্থায়ী এবং নিজস্ব স্বকীয় গন্ধ ধরে রাখতে পারে যতক্ষন না বায়ুর সংস্পর্শে আসছে। কিন্তু আমারা তো কার্বলিক অ্যাসিড কিনে বোতলের মুখ ছ্যাঁদা করে, অথবা কোন কোন ছোট পাত্রে তুলা কিংবা কাপড়ের ছোট ছোট টুকরা রেখে তাতে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিই। ওখানেই গ্যাঁড়াকল, বায়ু চলাচল শুরু করে, ফেনল বায়ুর অক্সিজেন কতৃক অক্সিডাইসড অর্থাৎ জারিত হয়ে বাদামী বর্ণের প্যারাবেঞ্জোকুইনন পরিণত করে এবং এই প্যারাবেঞ্জোকুইনন আবার দুইটি ফেনল মলিকিউলের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড করে গোলাপী বর্ণের ফেনোকুইনন সৃষ্টি করে। এই পদার্থের মধ্যে ফেনলের কোন ধর্ম অবশিষ্ট থাকে না, এমনকি গন্ধ প্রায় লোপ পেতে বসে। ভেবে দেখুন টাটকা অবস্থায় যে গন্ধ সাপের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেই গন্ধ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ার পরে ও কি সাপ সেই গন্ধ পেতে পারে!!!! ব্যাপারটা তবে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হয়ে যায়, এ অসম্ভব। তাই কার্বলিক অ্যাসিড নতুন হোক আর পুরাতন এর দ্বারা কোনো ভাবেই সাপ তাড়ানো যাবে না। (আপনার বাড়িতে কার্বলিক অ্যাসিডের বোতল থাকলে লক্ষ্য করবেন কেনার সময় দেখতে ছিল স্বচ্ছ কৃষ্টাল কিন্তু একমাস পর সেটা খানিক বাদামী খানিক কালচে গোলাপী হয়ে গেছে।)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৪১ সংখ্যা, শনিবার, ৮ বৈশাখ, ১৪৩০

ভারতের চা শিল্পের বাজার কেড়ে নিল চিন

সম্পাদকীয়

ভারতের চা শিল্পের বাজার কেড়ে নিল চিন। ভারত এক সময়ে চা শিল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান ছিল। 'ব্রুক বন্ড, ' 'লিপটন' কোম্পানি থেকে শুরু করে বিড়লারাও চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এছন টাটারাও এসে চা শিল্পে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু চা শিল্পে যেভাবে ভারত অতীতে একচেটিয়া কারবার করে গিয়েছিল তা এখন আর করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চা শিল্পকে সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ করতে পারেনি। চিন ভারতের চা শিল্পকে পিছন ফেলে রেখে দিয়ে চিন সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। চা শিল্পকে আরও উন্নত করা যে পরিকল্পনা প্রয়োজন সে দিকে ভারত উদাসীন ছিল। তার ফলে ভারতের চায়ের বাজার দখল করে নিয়েছে চিন। চিন এখন প্রায় বলতে গেলে সবার বাজার গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন অতি সস্তায় স্টিল সববরাহ করতে পারছে চিন অতি সস্তায় মোবাইল থেকে শুরু করে ল্যাপটপ কম্পিউটার দিতে পারছে যা অন্য কোনও দেশ দিতে পারছে না. তার ফলে অন্য দেশগুলি বাজার ধরতে পারছে না। এদিকে দার্জিলিং শিলিগুড়িতে প্রখর রোদ পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে সেখানকার চা বাগানগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। বৃষ্টির দেখা নেই। গ্রীষ্মেকর তাপপ্রহাবে পড়তে শুরু করে দিয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ। গত মাসে কিছুটা বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। তার পর কিন্তু বৃষ্টির আর দেখা নেই। তার ফলে বাজাগানগুলি একেবারে শুকিয়ে মরে যেতে শুরু করেছে। জনতার মতোই হাঁসফাঁস করতে শুরু করে দিয়েছে চাবাগানগুলি। চা গাছের পাতা শুকিয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্রচণ্ড গরমে চা গাছগুলি নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফাস্ট ফ্লাশ বলে পরিচিত চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। চায়ের গুণগত মান ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে শুরু করেছে। চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকা শিল্পগুলি এখন প্রহর গুনতে শুরু করেছে। তারা মনে করছে এই রকমভাবে প্রবল উত্তাপ দেখা দিতে শুরু করলে এক সময়ে চা শিল্প একেবারে মাথা নত করে ছাড়বে। তার ফলে চা থেকে আয় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চা শিল্পে চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। যেভাবে উত্তাপ বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে তাতে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকবে এবং বাজারে চায়ের দাম বৃদ্ধি হতে থাকবে। ভারতীয় চা অ্যাসোসিয়েশনের একজন মুখপাত্র জানান যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির অভাবে ফাস্ট ফ্লাশ চায়ের উৎপান পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ কমতে শুরু করেছে। তারপরে রপ্তানি বাজারে দার্জিলিং চায়ের দাম ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা শুরু হয়েছে ইউরোপে। তারফলে ফলে একবার চা দুইবার ফুটিয়ে খেতে শুরু করেছে সেখানকার জনগণ। তার ফল আগে যে চায়ের চাহিদা ছিল ইউরোপের বাজারে তা এখন কমে অর্ধেক হতে শুরু করেছে। গত বছর চায়ের উৎপাদন নজির গড়েছিল উত্তরবঙ্গ। আসাম হেরে গিয়েছিল। এবারে আসামের চায়ের অবস্থা বলতে গেলে এখই রকম। সেখানেও যথেষ্ট পরিমানে বৃষ্টি নেই। তার ফলে সেখানকার চা বাগানগুলি ধুঁকতে শুরু করেছে। দার্জিলিং এর চায়ের উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। ডুয়ার্স তরাইতে চায়ের উৎপাদন কমতে শুরু করে দিয়েছে। চা শিল্প অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত তাপ চায়ের শিল্পকে একেবারে চা শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। চা বাগানে নতুন পাতা সৃষ্টি না হলে চায়ের গুনমান বৃদ্ধি পাবে না। ডায়ার্সের অবস্থা একই রকম চলতে থাকলে সেকেন্ড ফ্লাশ চায়ের উৎপাদনও মার থেকে থাকবে। তড়াই অঞ্চলে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ৪২ ডিগ্রি হলে তো সালোকসংশ্লেসের হার কার্য হবেই না। এদিকে চা শিল্পের বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন যে চা বাগানের ওপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু চা বাগানের ওপরে আচ্ছাদন ব্যবহার করলেই কি এর সমধান করা সম্ভব। তাপের হাওয়া কোথায় যোবে? তাকে তো আটকানো যাবে না। তাপ এবং হাওয়া দুই কিন্তু চা শিল্পকে বিশেষ করে চা বাগানকে নষ্ট করে দিতে শুরু করে দিয়েছে। গাছগুলি প্রচণ্ড তাপের কাছে মাথা নত করতে শুরু করেছে। চা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মনে করছে যে দার্জিলিং এলাকায় গরমের চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টি না হওয়া। এখনই প্রবল বৃষ্টি প্রয়োজন এবং তামাত্র কম হওয়ারটা খুবই জরুরী। বৃষ্টি অভাব হওয়ার ফলে বাতাসের আদ্রতা কমতে শুরু করে দিয়েছে। ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্লাশ মিলিয়ে উৎপাদন কমতে শুরু করেছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ।

চিন ব্যবসায়িক সম্পর্ক চায়

ভারতের কাজ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করো। আর কাজ না করে উপার্জন করার চেষ্টা করো। কিন্তু চিন ভারতের ঠিক বিপরীত পথ ধরে হাটতে থাকে। সেখানে কাজ করে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে না। ভিয়েতনামে একই রকম ব্যবস্থা। সেখানকার মানুষেরা কাজ করে দেশকে উন্নত করতে। ভারতে মতো দেশে ক্ষতি করতে ওস্তাদ নয় সেই দেশের লোকেরা। সেই কারণে চিন এখন বলতে গেলে এশিয়ার মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দেশ। চিন কয়েক দশক আগে কুটির শিল্পের ওপরে ভরসা করে দেশের আর্থিক নীতিকে সামাল দিত। আর আজকে চিন ভারত থেকে এগিয়ে গিয়েছে। যে ভারত এক সময়ে সারা বিশ্বে শিল্পে অন্যতম ছিল সেই ভারত ক্রমশ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের আমদানি বা রপ্তানি বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। আর্থিক নীতি শক্তিশালী না হওয়ার ফলে আজকে ভারতকে সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে। চিন এখন যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করেছে এবং তা অন্য দেশের দামের তুলনায় কম দাম দিয়ে বিক্রি করতে শুরু করেছে তাতে দেখ তে পাওয়া গিয়েছে চিনের শিল্প নীতির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। চিন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। চিনের কোষাগারে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ডলার সঞ্চিত রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

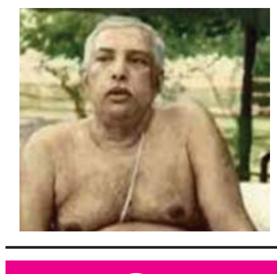

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

ন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, আমার সাধন দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল সত্রোধক বামাক্ষ্যাপার মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তন্ত্র সাধক বাামাক্ষ্যাপা। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে।

সাহেব বেথুনের ভারতীয় শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কার

রবীন্দ্র কুমার শীল

সাহেব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৮৪৮ সালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করার সংকল্প নিয়ে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কিন্তু সেই সময়ে কলকাতায় এসে প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ প্রথার পক্ষে রক্ষণশীলন্থীদের নেতা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিলাতেই সতীদাহ পক্ষ নিয়ে আইনী লড়াই করার সময়ে তাঁর মা এলিনর এর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কলকাতায় যেতে চান। তিনি সতীদাহ প্রচলন অটুট রাখার আইনী লড়াই থেকে সরে গেলেন। আইনজীবী বেথুনের এই সিদ্ধান্ত কলকাতার রক্ষণশীলপন্থীদের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল। কলকাতায় বেথুন এসে উপস্থিত হলেও তখ ন রক্ষণশীলপন্থীরা তাঁর সঙ্গে দেখ া করার আগ্রহ দেখায়নি এবং বেথুনও তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনও উৎসাহবোধ করেনি। তবে বিলাতে রামমোহন এবং প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর বেথুনের সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিলেন। বেথুন যখন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর সঙ্গে বাংলার উদারপন্থী সংস্কারমুখী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কাদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বেথুন সাহেরেবর প্রথম থেকেই তিনি হিন্দু শাস্ত্র জানার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রী শিক্ষা থেকে শুরু করে সতীদাহ ব্যাপারে কি কথা বলা হয়েছে তা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। যদিও তখন কিন্তু লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীহাদ প্রথা নিষিদ্ধ বলে সরকারিভাবে আইন প্রণয়ন করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দু শাস্ত্র সতীদাহ প্রথাকে কেন প্রচলিত ছিল তা খতিয়ে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বেথুন। সেই সময়ে সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্র বিধান পড়তে গেলে আগে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যাপারে গ্রহণে আগ্রহী বেথুন সাহেব সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কাছে ধর্না দিলেন তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শেখানোর। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন সাহেবের বাড়িতে যেতেন এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনচরিতে লিখে ছেন- ''তিনি (বেথুন) প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারন করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকাসুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচারসকল তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সহ্য করিতেন।'' এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে বেথুন সাহেবের বাড়িতে পণ্ডিত মদনমোহন এবং কন্যাদের যাতায়াত ছিল। সেই সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন সাহেবের অনুরোধ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বেথুনের বাড়িতে দুই কন্যাকে রেখে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা এবং হিন্দু শাস্ত্র সংক্রান্ত বহু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেন।

সেই সময়ে বেথুন সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরম বন্ধু গৌরদাস বসাকের। তিনি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাইকেলের বন্ধু গৌরদাস বসাকের ইচ্ছা ছিল যে 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যের মতামত ব্যক্ত করুন বেথুন সাহেব। গৌরদাস বসাকের ইচ্ছা ছিল মাইকেলের রচিত ' ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য গ্রন্থ পড়ে বেথুন সাহেব যা মত প্রকাশ করবেন তা সেই বইয়ে ছাপা অক্ষরে প্রকাশ করা হবে। তাহলে বেথুন সাহেবের মত নিয়ে কাব্যটি

প্রকাশ পেলে তা বিলাতি মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে। কিন্তু বেথুন গৌরদাস বসাককে পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন তাঁর কবিবন্ধু মাইকেলকে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করতে। বাংলা ভাষা উন্নত না হলেও বেথুন সাহেব বাংলা ভাষা চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যাগার এই বিষযটা জানতেন। ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃত চর্চা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলে নারী শিক্ষা প্রসার করার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল বেথুন সাহেবের কাছে। তিনি সেই সময়ে ভারতের দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই দুই মহাকাব্য সম্পর্কে জানার যে তৃষ্ণা তা নিবারণ করতে তিনি মদনমোহনের দ্বারস্থ হন। এমনকী বেদ বেদান্তে হিন্দু মহিলাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন পণ্ডিত মদনমোহনের সঙ্গে। তখ ন বাংলার বড়লাট লর্ড ডালহৌসি। তিনি তখন শুধু বাণিজ্য নয় চাইতে থাকলেন একচ্ছত্র আধিপত্য। ছলে বলে কৌশলে ভারত শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লর্ড ডালহৌসি সংবাদ পাঠালেন লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সদরদপ্তরে। একজন উপযুক্ত লোক চাই। যিনি আইনী সচিব হিসাবে কাজ করবেন ভারতে। প্রথম প্রস্তাব গেল বেথুনের কাছে। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন বলে মনে করে তা লুফে নিলেন। ভারতের আসার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর মা এলিনর যা চেয়েছিলেন তা সফল হওয়ার পথ খুলে গেল তাঁর চোখের সমানে। মা এলিনর পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা তো আর পরলোকগমন করেনি। মায়ের কথা তাঁর মনে মধ্যে গেঁথে গিয়েছে সোনার অক্ষরে-''ভারতবর্ষে গিয়ে নারীদের কল্যাণ, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসার করার দিকে মনোনিবেশ করো।'' যেদিন তারা শিক্ষিত হবে সেদিন বেথুনের সব মনের গ্লানি দূর হয়ে যাবে বলে মা প্রয়াত হওয়ার আগেই বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতে যাওয়ার জন্য তঁর মন ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছালেন। আইনের নানা বিষয়ে কাজ এবং পদাধিকার বলে তিনি 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' এর সভাপতি। সেই সময় থেকেই তিনি নিহদু শাস্ত্র সম্পর্কে চর্চা করার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিলেন। হিন্দু আইনের নানান বিষয় নিয়ে কাজ করতে করতে হলে হিন্দু শাস্ত্র চর্চা করতে হবে। সেই কারণে তিনি হিন্দু শাস্ত্র পণ্ডিত মদনমোহনের কাছ থেকে হিন্দু শাস্ত্রীয় আইন, 'রামায়ন' 'মহাভারত' (দুই ভারতীয় মহাকাব্য), বেদ বেদান্ত নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিলেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন পণ্ডিত মদনমোহন। বেথুন সাহেব পেশায় আইনজ্ঞ হলেও তিনি জার্মান, ফরসি এবং ল্যাতিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রীস ভাষাও রপ্ত করেছিলেন গ্রীস মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' মহাকাব্য পড়ার জন্য। ভারতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে থকেন। বংলার ভাত, ডাল, মাছের ঝোল খাওয়া শিখতে শুরু করলেন। কেউ সময়ে কলকাতায় যেসব বাংলা গানের চল ছিল তা তিনি শুনতে থাকতে লাগলেন। আলোচনা কালে পণ্ডিত মদনমোহন বেথুন সাহেবকে জানান প্রাচীন কালে ভারতীয় মহিলারা অনেক স্বাধীন ছিল। শাস্ত্র চর্চা করতো। অনেক মহিলা পিতার সঙ্গে বা স্বামীর সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতো। তারা সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করে গিয়েছেন। গার্গী, মৈত্র, লোপামুদ্রা সকলেই বিদুষী ছিলেন। মহাভারতের যুগে মেয়েরা স্বয়ম্বর সভায় নিজেদের পচ্ছন্দের প্রার্থীকে বিবাহ করতো। সমাজে মহিলাদের সম্মান ছিল। সেই সম্মান ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে শুরু করে দিয়েছিল ভারতবর্ষে ইসলাম যুগ আসার পর থেকে। ইসলামিক হারেম নীতি হিন্দুদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার ফলে ক্রমশ হিন্দু মহিলাদের ঘরে মধ্যে আবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকলো হিন্দু সমাজ। হিন্দু কন্যা মহিলাদের ঘর থেকে বের হতে দিতে একেবারে নারাজ ছিল হিন্দু সমাজ। তার অন্য আর একটি কারণ হচ্ছে মুসলিমরা তখ ন জোর করে হিন্দু মেয়েদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিকা করে হারেমে পুরে রাখতো। তখন সমাজে বহু বিবাহ প্রচলন ছিল। ফলে আশি বছরের বুড়োর সঙ্গে মাত্র দশ বছরের হিন্দু মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হতো। এই সব মেয়েরা বছরে একবার তাঁর স্বামীর সাক্ষাৎ পেত কিনা সন্দেহ। এই সব অল্প বয়স্ক মহিলাদের দিকে বেশি করে নজর দিতে থাকে তখনকার সমায়ে মুসলিম সমাজ এবং হিন্দু সামাজের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা। এদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে ঘরে মেয়েদের গৃহবন্দি এবং পরে তাদের শিক্ষা অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তথ্যসূত্র ঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদন ড. নির্মল দাশ, ২) প্রথমা, চঞ্চল কুমার ঘোষ।

ইউপিতে মাফিয়া রাজ বন্ধ করতে কি এনকাউন্টার ?

উত্তর প্রদেশে মাফিয়ারা আর রাজত্ব করতে পারবে না। মাফিয়াদের একে একে শেষ করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। গুলি করার ভয় দেখিয়ে রাজত্ব করা দিন একেবারে শেষ বলে উল্লেখ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিকে বেনারসের একজন বাসিন্দা বলেছিলেন যে বেনারস জুড়ে মাফিয়া রাজ ছিল। কিন্তু একন আর সেখানে কোনও মাফিয়া নেই। সব মাফিয়াকে বলা হয়েছিল ভদ্রভাবে চলাফেরা করতে। যারা প্রশাসনের কথা না শুনে চলেছে তাদেরকে পুলিশ শেষ করে দিয়েছে। মাফিয়া রাজ উত্তর প্রদেশে চলবে না। এখ ানে এখন শিল্পপতিরা শিল্প স্থাপন করতে পারে নির্বিঘ্নে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উত্তর প্রদেশের কিছু স্থান আছে যে সব স্থানের কথা বললে লোক ভয় পেয়ে যায়। কেন আর ভযের কোনও কারণ নেই। গ্যাংসটিদের খতম করতে উত্তর প্রদেশ সরকার প্রতিজ্ঞা করতে শুরু করে দিয়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে ভয় দেখিয়ে জনগণের সম্পত্তি হনন করার দিন শেষ হতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশে। কেন বেনারস রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ালেও আর কোনও ভয় নেই। নির্ভয়ে তীর্তযাত্রীরা রাতের বেলায় রাস্তায় বের হতে পারবে। বেনারসের গ্যাংস্টার রাজ খতম করে দিয়েছে যোগী সরকার। ২০১২ সা থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৭০০ দাঙ্গা হয়েছিল। একন আর কোনও দাঙ্গা নেই। আতিক খুন নিয়ে বিরোধীরা চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে যখন তার অন্ধকার জগতে ক্রিয়াকলাপ জানতে পারলো তখন আর বিরোধী মুখ বন্ধ করে বসে গিয়েছে। যোগী সরকারের আর কোনও সমালোচনা করছে না। আতিকদের ওপরে হামলা চালায় লভলেশ তেওয়ারি, সানি সিংহ এবং অরুণ মৌর্য। জেরায়

অভিযুক্তরা জানিয়েছেন অপরাধ জগতে নাম কুড়াতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। ডিআইজি অনন্ত দেব জানিয়েছেন আতিকের স্ত্রী সাহিস্তা পারভীন ও গুড্ডু মুসলিমকে গ্রেফতার করা যায়নি। উমেশ পালকে গ্রেফতার করে শীঘ্রই জেরা করা হবে। গুড্ডুর খেঁাজ দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং সহিস্তা জন্য পঁঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আতিক-আশরফ খুনের ব্যাপারটা জাতীয়ী মানবাধিকার কমিশনের াকছে পাঠানো হয়েছে। তবে উত্তর প্রদেশে মাফিয়ার রাজ খতম করে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে যোগী সরকার। সেখানে মস্তানি করে রাজ করা যাবে না। খেটে খেতে হবে। নাহলে উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। দুর্নীতি করে উত্তর প্রদেশে বেশি দিন টিঁকে থাকা চলবে না বলে জানান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লখনউ এবং হরদৌইয়ে টেক্সটাইল পার্কতৈরি করার জন্য শিল্পপতিদের জন্য চুক্তি করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের অপরাধীরা একন উত্তর প্রদেশ ফেলে অন্য রাজ্যে ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে।

গোয়াতে সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী

. গোয়াতে এসে এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো। পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) এর বিদেশ মন্ত্রী সম্মেলন আসার খবরে আরও গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বহু বিতর্কিত পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো সেখানে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সরকারি ভাবে ভারত সরকারকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সলেম্মলনে উপস্থিত থাকছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং চিনের বিদেশমন্ত্রীও। কাশ্মীর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেলিন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো। উল্টে তিনি ভারতকে কাশ্মীর নীতিতে অশান্তি রাখার দোষ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কাশ্মীর ইস্যু সমাধান না করা পর্যন্ত থামবেন না বলে হুমকি দেখিয়েছিলেন ভারতকে। আমেরিকার সহযোগিতা চাইতে গিয়িছলেন তিনি কাশ্মীরের ব্যাপারে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও রকম সহযোগিতার আশ্বাস না পাওয়াতে একোবরে হতাশ বলা যেতে পারে বিলাবল। কিন্তু তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই বলেছিলেন, কাশ্মীর ইস্যুই হচ্ছে তার মূল লক্ষ্য। ভরতের বিদেশ মন্ত্র জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী ভারতের আসছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, এসিও দায়বদ্ধাতার কারণে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সম্মেলনে যোগ দিতে। ২০১৪ সালে ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। তারপরে গত নয় বছর ধরে আর কোনও পাকিস্তানের মন্ত্রীরা ভারতে আসেননি। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জারা বালোচ বলেছেন, ভারতের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো ভারতে যাচ্ছেন সম্মেলনে যোগ দিতে। তবে জানতে পারা গিয়েছে যে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর কোনও বৈঠক হবে না। তবে ইসলামাবাদের দিক থেকে অনুরোধ আসলে তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে জানতে পারা গিয়েছে যে কাশ্মীর ব্যাপারে কোনও আলোচনা করা হবে না। এদিকে বিদেশ মন্ত্রক সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ভারত যেহেতু সম্মেলনের সভাপতি সেই কারণে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আসলে সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিদেশ মন্ত্রকের সচিব অরবিন্দ বাগচী বলেছেন, ভারত সভাপতি বলেই সব রাষ্ট্রে বিদেশ মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করেছে। সেখানে পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রীকে আলাদা করে কোনও রকম সৌজন্য দেখানো হয়নি। এদিকে কূটনৈতিক মহল থেকে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো রাষ্ট্রপুঞ্জে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছেন। কিন্তু গুজরাতের কসাই এখনও জীবিত রয়েছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিদেশ মন্ত্রক মনে করিয়ে দিয়েছে যে বিলাবলের দাদু জুলফিকার আলি ভুট্টোর আমলে পাক সেনারা বাঙালিদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। বিলাবলের মন্তব্যে পাকিস্তান দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি দলের নেতা এবং কর্মীরা। বিলাবল বলেছিলেন যে পাকিস্তানকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা মোদিকে ভয় পাই না। আরএসএসকে ভয় পাই না। বিজেপি দলকেও ভয় পাই না।

ঈদ-আল- ফিতর বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে

রামজান মাসের শেষে ইসলামিক ক্যালেন্ডারের নবম মাস বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা ঈদ-আল-ফিতরকে স্বাগত জানায়। এই উৎসব আনন্দদায়ক, পবিত্র এবং বিজয়ী দিন। এই দিনে প্রার্থনা এবং আত্মীয়তা শক্তিশালী হতে থাকে। পরিবার বন্ধুবান্ধব মিলে এই ঈদের উৎসব পালন করে থাকে। এ বছর ঈদুল ফিতর ২১ এপ্রিল শনিবার পড়েছে। ঈদের নামাজ ছাড়াও মুসলমানরা এই দিনে যাকাত আল ফিতর দিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক মুসলিমকে এদিন দান করতে হয়। এদিন নতুন পোশাক পরা থেকে শুরু করে আত্মীয় এবং পরিজন বন্ধুদের সঙ্গে আলিঙ্গন বদ্ধ হতে দেখা যায়। মেয়েরা নতুন কাফতান এবং পুরুষরা নতুন জেলবা পরিধান করে। ঈদুল ফিতর হল ক্ষমতা এবং ঐক্যের দিন। বাংলায় এটি জাতিগত সম্প্রীতির দিন। আবর দুনিয়া গতকালই ঈদুর ফিতর উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। শনিবার দিন ভারত, বাংলাদেশ এবং এশিয়ার ইসলামরা এই উৎসব পালন করবে। মিষ্টি উপহার দেওয়া এই উৎসবের অঙ্গ। জাকাত আল ফিতর (বাধ্যতামূলক দান) সকালের নামাজের আগেই শেষ করতে হবে। কুয়েতবাসীরা মিষ্টি এবং খেজুর খাবার খেয়েই ফজরের নামাজ শেষ করে ঈদ শুরু করে। এর অর্থ হল ঈদ নিশ্চিতভাবে এগোচ্ছে এবং মুসলমানরা আর রোজা রাখবে না। একে ওপরে কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সবাইকে ঘরে নিমন্ত্রণ করে আহার করানোর ব্যবস্থা করে থাকে। এদিকে ইজরায়েল সরকার থেকে বলা হয়েছে ঈদ উপলক্ষ্যে তারা আপাতত সতর্ক রয়েছে। পালেস্টাইন সরকার থেকে বলা হয়েছে ঈদ উপলক্ষ্যে সবাইকে সংযত হয়ে থাকতে। ইউক্রেন যুদ্ধে এদিন কোনও নতুন করে হামলা হবে না। পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে অস্ত্র ব্যবহার না করার ডাক দিয়েছেন ইসলামিক ধর্মগুরুরা। আফগানিস্তান, ইরান পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে কোনও রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করা চলবে না বলে সরকারি আদেশ নামা জারি করেছে।

হেরিটেজ

কলকাতা মাদ্রাসা

স্পেনের সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কার্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১২৫৮ সালে মঙ্গোল হালাকু তাঁর বর্বরতা দিয়ে সমস্ত পুঁথি ধ্বংস করে দেয়। বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা উপলক্ষ্যে শিক্ষাবিদ আলেম বাহ্রুল উলুম ও মৌলনা আব্দুল আলি 'দরসে নিজামী' নামে পাঠ্যক্রম চালু করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি স্মরণয়ী হচ্ছে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট। এইদিন মোঘল সম্রাট শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষার দেওয়ানি এবং রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। ১৭৮০ সালে বাংলার গর্ভনর জেনারেল ওয়রেন হেস্টিংস এর সঙ্গে গণ্যমান্য মুসলিম পণ্ডিতেরা দেখা করে মাদ্রাসা স্থাপন করার অনুরোধ করেন। সেই বছরই অক্টোবর মাসে গর্ভনর জেনারেল কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রথম দিকে মাদ্রাসা শুরু হয়েছিল বৈঠকখানার একটি ভাড়া বাড়িতে। তারপরে পদ্মপুকুরে জমি দেখা হয়েছিল মাদ্রাসা তৈরি করার। কিন্তু তা দূর হওয়ার কারণে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে বাড়ির নির্মাণ করা শুরু হয়। প্রথম বছরে চল্লিশ জন ছাত্র ছিল। সেই সময়ে প্রত্যেককে ছাত্রদের পাঁচ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হতো। কলকাতা মাদ্রাসা তৈরি করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিচার বিভাগে কাজ করার জন্য শিক্ষিত যুবক তৈরি করা। কলিকাতা মাদ্রাসায় ফারিস ভাষা এবং ইসলামি আইনের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খান আদেশ জারি করলেন ফৌজদারি পদে যা খালি থাকবে সেখানে মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রদের নিতে হবে। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এই নীতি বহাল থাকে। তারপরে ১৮৩৭ সালে আইন করা হল ইংরেজি ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষায় পরিণত করা হবে। হিন্দু কলেজ (১৮১৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তার ফলে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু কলিকাতার মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী ছিল। ১৮২৭ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিভাগ খোলা হয়েছিল। ১৯২১সালে কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ১৯১৮ সালে বাংলা সরকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েড কোর্স চালু করেছিল। ১৯১৯ সালে তা চালু করা হয়। প্রথম দিকে মাদ্রাসার ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু যুগের হাওয়া ইংরেজি দিকে আগ্রসর হতে শুরু করলে বাধ্য হয়ে মাদ্রাসার ছাত্র এবং ইসলামী শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি ভাষা এবং বিজ্ঞান চর্চা করতে শুরু করে। তবে পাশাপাশি ইসলামি আইন পড়তে হতো। হাজিস এবং তফসির পড়ানোর রীতি ছিল না। সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা শুরু করে দিয়েছিল সরকার। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃত চর্চার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতো।

সরকার সেনা হত্যা, বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসের বিচার করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

শ্যামল সান্যাল ঢাকা ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ এপ্রিল ২০২৩ বলেছেন, তার সরকার অবশ্যই সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গণহারে সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ড এবং ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিএনপিজামায়াত চক্রের মদদপুষ্ট অগ্নি সন্ত্রাসের বিচার করবে। তিনি বলেন, আপনাদের সান্তনা দেবার মতো কোন ভাষা আমার জানা নেই। কারণ, আমিও একদিন আপনাদেরই মতো শুনেছিলাম যে আমার আর কিছুই নেই আমার বাবামা ও ভাইদের হত্যাকরে পর। কিছু অপরাধী ইতিমধ্যে শাস্তি পেয়েছে, কেউ কেউ তা পাচ্ছে। আর বাকি অন্যরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।তিনি তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে নিহত সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের পরিবারের সদস্য, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপিজামায়াত চক্রের অগ্নিসংযোগে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং সম্প্রতি বঙ্গবাজার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা তার মতো আপনজনদের হারিয়েছেন, তাদেও তিনি ঈদউলফিতরের আগে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার সামর্থ অনুযায়ী আপনাদের পাশে থাকব'।সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান তার শাসনামলে কী করেছিলেন, তা জনগণ ভুলে গেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়া প্রথমে জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করেন এবং তারপর একই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেন। তিনি বলেন, জিয়া পরে একের পর এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেন।

সঙ্গীত মেলার আগে শিল্পীদের নিয়ে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ এপ্রিল ঃ বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে আগামী জুন মাসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সঙ্গীত মেলা। দুই বছরে পা দেবে জনপ্রিয় উৎসব। সঙ্গীত মেলা নিয়ে বর্ধমানের পান্থশালায় স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিধায়ক। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস জানান, ২০২২ সালে প্রথম বর্ধমান শহরে সঙ্গীতমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এই মেলা বা উৎসবে প্রচুর সাড়া পড়েছিল। এবছর ২১ থেকে ২৭ জুন টাউন হল ময়দানে সাত দিন ধরে আয়োজিত হবে সঙ্গীতমেলা। এবারে সঙ্গীত মেলায় লোকসংখ্যা বেশী হবে অনুমান করেই টাউন হল বেছে নেওয়া হয়েছে। কারন আগের বার সঙ্গীতমেলা শুধুমাত্র শহরের শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল, এবার সম্পূর্ন পূর্ব বর্ধমান জেলা এই মেলা আয়োজন করা হবে। জেলার সঙ্গীত প্রতিভাদের তুলে আনাই এই সঙ্গীত মেলার লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন খোকন বাবু। রাজ্যের নামি দামি শিল্পীরা যেমন এই সঙ্গীত মেলায় আসবেন তেমনি জেলাস্তরের বহু শিল্পী এই মঞ্চে তাদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নিয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। এই সঙ্গীত মেলায় থাকবেন মন্ত্রী সহ বিশিষ্টরা। প্রতিদিন এক বা একাধিক প্রতিযোগী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সঙ্গীত অনুরাগীদের জন্য কোনও প্রবেশ মূল্য রাখা হয় নি। উল্লেখ্য, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরেই শহরের কাঞ্চননগর এলাকায় কাঞ্চন উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। জনপ্রিয় এই উৎসবে টলিউড ও বলিউডের প্রথম সারির প্রায় অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা ও নায়ক- নায়িকারা এই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন বললেই চলে। সঙ্গীতপ্রেমী বিধায়কের উদ্যোগে ফের একটা অন্য ধরনের সঙ্গীত মেলার আয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বর্ধমানবাসী।

দুর্ঘটনায় মৃত ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ টানা একমাস রোজা করার পর শনিবার দেশজুড়ে পালিত হবে খুশির ঈদ। খুশির ঈদে সামিল হওয়ার আগেই এলাকায় নেমে এলো শোকের ছায়া। ঈদের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মালদার বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত ওই স্কুল ছাত্রের নাম শাহাদাত শেখ(১৮)। তার বাবার নাম শামিম শেখ। বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার পান্ডুয়া এলাকায়। শাহাদাত স্থানীয় পান্ডুয়া হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, গতকাল ঈদের বাজার করতে গিয়েছিল কালিয়াচকে। সেখান থেকেই মোটরবাইকে করে বাজার করে বাড়ি ফেরার সময় কালিয়াচকের ডাঙ্গা মোড় এলাকায় পেছন দিক থেকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে ওই মোটরবাইকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ওই স্কুল ছাত্র। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আনা হয় রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকেই পুরাতন মালদার বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় ওই স্কুল ছাত্রের।

গরমের মধ্যে পানীয় জলের কষ্টে জেরবার ইংরেজবাজার পুরবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ নামেই তারা পৌর নাগরিক। পৌর এলাকায় তারা বাস করে। এলাকায় পৌরসভার জল নেই। এই সমস্যা বহুদিন ধরে চলে আসছে। ভোট আসলেই নেতারা জলের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ভোট পেয়ে যাচ্ছে। পৌর নাগরিকরা বলছেন পঞ্চায়েত এলাকায় জলের এত কষ্ট নেই। যেখানে আমাদের পৌরসভার এই এলাকায় জলের কষ্ট। জল না থাকায় জল কিনে খেতে হয়। টিউবয়েলের জলে রয়েছে আয়রন। সেই জল খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকেই। গরম, শীত সারা বছরই তাদের এই কষ্ট। এই ছবি ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কুলি পাড়া এলাকায়। যদিও বিরোধী কাউন্সিলররা বলছেন এই সরকার খেলা, মেলা করতে গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। পৌরসভার পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডগুলির জন্য টাকা বরাদ্দ করছে না। পৌর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অর্থ বরাদ্দ করে না। যদিও পৌরসভার চেয়ারম্যানের দাবি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে। মালদা ইংরেজবাজার শহরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কুলিপাড়া এলাকায় পৌরসভার পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এলাকায় নেই কোন ট্যাপ কল। যদিও এই সমস্যা বহু বছর ধরে চলে আসছে। এদিকে পাঁচ বছর আগে ট্যাপ লাইনের পাইপ বসে গেলেও জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছায়নি।। রীতিমতো এলাকার মহিলারা পৌরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পৌর নাগরিক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী জানান, এলাকার মানুষদের এখনও জল কিনে খেতে হয়। টিউবওয়েলের জল খাওয়া যায় না। যাদের পয়সা আছে তারা কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা দিয়ে জলের জার কিনে খায়। আর যারা কিনতে পারে না তাদের টিউবওয়েলের জল খেতে হয়। সেই জলে প্রচুর আয়রন থাকে। আজকে পঞ্চায়েত এলাকায় জলের লাইন প্রতিটা বাড়িতে রয়েছে। কিন্তু আমরা আজকে পৌরসভার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও জল পাচ্ছি না। পঞ্চায়েত থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে আমাদের ইংরেজবাজার পৌরসভা। ইংরেজ বাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুলি পাড়া এলাকা যেখানে প্রায় ৩০০টি পরিবার বসবাস করে। পৌর নাগরিক লোচমী সাহানি জানান, প্রতিবারই ভোটের সময় নেতারা এসে জলের সমস্যা মিটে যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে তাদের আর দেখা যায় না। ইংরেজবাজার পৌরসভার বিরোধী বিজেপির কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি জানান, এই সরকার খেলা মেলা করতে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন রকম অর্থ বরাদ্দ করছে না। ২৫ নম্বর ওয়ার্ড সহ আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে সেইসব সমস্যার বিষয় নিয়ে প্রতিবারই পৌরসভার ভোট মিটিংয়ে আমরা তুলে ধরি কিন্তু কাজের কাজ হয় না। আজকে পৌরসভা এলাকাগুলিতে জল, রাস্তা কোথায় কি সমস্যা রয়েছে সেসব বিষয়ে এই সরকার নজর দিয়ে দেখে না। যদিও এ বিষয়ে ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের জলের সমস্যা খুব শীঘ্রই মিটে যাবে। ইতিমধ্যেই নতুন পাইপলাইন বসানো হয়েছে। আশা করা যায় পুজোর আগেই ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে জলের সমস্যা মিটে যাবে।

কিশোরীর বিবস্ত্র দেহ উদ্ধারে উত্তেজনা

ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হল কালিয়াগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২১ এপ্রিল ঃ উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এক কিশোরীর বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালিয়াগঞ্জ-দুর্গাপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দফায় দফায় চলে পথ অবরোধ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোলে ক্ষুব্ধ জনতার রোষের মুখে পড়েন পুলিশকর্মীরা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পালটা লাঠি চালায় পুলিশ। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি পুকুরের ধারে কিশোরীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়ি থেকে কাজের জন্য বেরিয়েছিল। তারপর আর ফেরেনি। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুকুরের ধারে ওই ছাত্রীকে পড়ে থাকতে দেখেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ছাত্রীর শরীর বিবস্ত্র ছিল। ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাকে ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইট করেন, বাংলার আরও এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হল। দুঃখের বিষয় ভাইপোর নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত পুলিশ। দুর্ভাগ্যের বিষয় এর মূল্য চোকাতে হচ্ছে রাজ্যের মহিলাদের। রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুর্বৃত্তরা সাহস পাচ্ছে। এদিন সকাল থেকে মৃতদেহ আটকে রেখে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হিমশিম খায় পুলিশ। নামাতে হয় র‍্যাফ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি এখনও বেসামাল। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিরোধ গড়তে ব্যাপক লাঠিচার্জ করছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার থেকে বাহিনী আনা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছেন উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

প্রবীন বাম নেতা মদন ঘোষ প্রয়াত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ এপ্রিল ঃ প্রয়াত হলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট সিপিএম নেতা মদন ঘোষ। শুক্রবার সকাল ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ বর্ধমানের ভাতছালা পাড়ায় নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মদন ঘোষ দীর্ঘদিন পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি অবিভক্ত বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি এবং সভাধিপতি পদে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি সিপিএমের শাখা সংগঠন কৃষক সভার গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বর্ধমানে শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত তার মরদেহ বাসভবনে ছিলো। এরপর সেখান থেকে সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিকাল ৪টা পর্যন্ত মরদেহ শায়িত ছিল। বিকাল ৪টের পর মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল শুরু হয়। তারপর বর্ধমানের নির্মলঝিল শ্মশানে মদন ঘোষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ে সিপিএমের রাজ্য কমিটির মেম্বার অমল হালদার জানান, মদনদার চলে যাওয়াতে বাম জামানার এক দীর্ঘ ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। এক বিশাল শূন্যস্থান রয়ে গেল। তার মৃত্যুতে জেলার বাম নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা গভীরভাবে শোকাহত। শেষের দিকে প্রবীন বয়সেও বামফ্রন্টের বহু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ তিনি অংশগ্রহন করেছেন। সিপিএমের রাজ্য নেতা মহঃ সেলিম এদিন প্রয়াত প্রবীন বাম নেতার উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা অর্পন করেন।

মৌন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ তিন সপ্তাহ আগে থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ। এই অভিযোগে মুখে কালো কাপড় বেঁধে জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় হাঁটলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে জলপাইগুড়ি শহরে একটি মৌন মিছিল করে বিজেপি নেতৃত্ব। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অপর্ণা ভট্টাচার্য ও তার স্বামী সমাজকর্মী সুবোধ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর ঘটনার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। যদিও অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ। এজন্য দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবার মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিজেপি নেতা-কর্মীরা একটি মৌন মিছিল করেন। ডিবিসি রোডে অবস্থিত বিজেপি কার্যালয় থেকে বের হওয়া এই মৌন মিছিলে অংশ নেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। মৌন মিছিল নিয়ে জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করেন তারা। শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে ফের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে ফিরে আসে মিছিলটি।

দিঘার সমুদ্র সৈকতে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২১ এপ্রিল ঃ গোটা বাংলা এখন তীব্র দাবদাহে পুড়ছে। প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা মানুষজনের। হাহাকার দেখা দিয়েছে, কবে আসবে বৃষ্টি? এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছে। বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। এই গরমে যাঁরা সমুদ্র সৈকত দিঘায় এসেছেন তাঁরা আজ হঠাৎ আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন। শুক্রবার দিঘার সমুদ্রে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। আর তা দেখতে উপচে পড়ল ভিড়। এই জলোচ্ছ্বাসের জেরে সমুদ্রের জল গার্ডওয়াল টপকে চলে আসে। আর তাতেই আত্মহারা পর্যটকরা। ওই জলের মধ্যেই স্নান সেরে আনন্দ উপভোগ করেন পর্যটকরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার ও সোমবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগেই এই জলোচ্ছ্বাস খুশি করে দিল পর্যটকদের। শনিবার খুশির ইদ। তাই ছুটি আছে। পরের দিন রবিবার হওয়ায় ছুটি। তাই একসঙ্গে তিনদিনের ছুটি নিয়ে অনেকেই দিঘায় এসে পড়েছেন। আর এখানে এসেই দেখলেন পরিবেশ পাল্টে গিয়েছে। আকাশে মেঘ, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস মিলবে এতটা আশা করেননি কেউ। এই জলোচ্ছ্বাস মেলায় ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতে। এটাই মরশুমের প্রথম জলোচ্ছ্বাস। যাতে গা ভিজিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন পর্যটকরা। আজ জোয়ার আসার পরই প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে জলোচ্ছ্বাস। এদিকে দিঘায় পর্যটকদের ঢল নামায় ব্যবসা ভাল হচ্ছে। হোটেল থেকে সাধারণ দোকান সব জায়গাতেই ভিড় উপচে পড়েছে। তাতে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। এক হোটেল মালিক বলেন, এই তীব্র গরমে কেউ আসবে সেটা ভাবতে পারিনি। সেখানে এখন হোটেলে জায়গা দিতে পারছি না। একদিকে অবশ্য ভালই হয়েছে। পরিবেশ বদলাতে মানুষ এসেছে এবং আমাদের মতো ব্যবসায়ীরা একটু পয়সার মুখ দেখতে পেল। জিনিসপত্রের দাম তো বেড়েছে। তাই ব্যবসা না হলে খাবো কি! তবে জোয়ারের সময় সমুদ্রে নামা নিষেধ পর্যটকদের। দিঘার পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত সপ্তাহ থেকেই এখানে পর্যটকদের ভিড়। কারণ সরকার গরমের জন্য স্কুল, কলেজ ছুটি ঘোষণা করেছে। তার পরই ভিড় বেড়েছে দিঘায়। সেখানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাড়তি পাওনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে মঙ্গলবার রাজ্যের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কিছু জেলায় আজ থেকেই বৃষ্টি নামার আশঙ্কা রয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র বলেন, গরমের জেরে সপ্তাহের শুরু থেকেই দিঘায় ভিড় করেছেন পর্যটকরা। সপ্তাহের শেষের ছুটিতে এই ভিড় অনেকটাই বেড়ে যাবে।

দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিত উপ পৌরপ্রধান প্রধান শিক্ষক

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২১ এপ্রিল ঃ একদিকে তিনি কালনা পুরসভার উপ পুরপ্রধান অপরদিকে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তপন পোড়েলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন স্কুলে না যাওয়ার অভিযোগ তুলে শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানালেন গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা। ইতিমধ্যেই সেই অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক তদন্তে নেমেছে শিক্ষা দপ্তর। তপন পোড়েলকে শুনানিতে ডাকা হবে বলে জানিয়েছে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। অপরদিকে কালনা পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান তপন পোড়েলের বক্তব্য তিনি স্কুলে আসেন, তবে বিভিন্ন কাজে তাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক চক্রান্ত করে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাথমিক স্কুল সংসদকে লেখা অভিযোগপত্রে উপ পুরপ্রধান তপন পোড়েলের বিরুদ্ধে দাবী করা হয়েছে, প্রায় ২ বছর তিনি স্কুল যাননি। পাশাপাশি আরও অভিযোগ করা হয়েছে, যে তিনি বাড়িতে বসে স্কুলের হাজিরা খাতায় সই করে দেন। সূত্রের খবর এর পরেই স্কুল পরিদর্শক ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করেছে বলে জানা গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তিকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় থাকেন। কালনা পূর্বচক্রের খাঁপুর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন পোড়েল। কুড়ি বছর ধরে তিনি ওই স্কুলের শিক্ষাগতা করছেন। অন্যদিকে ২০২২ সালে কালনা পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান হন তপন পোড়েল। গত ১৩ মার্চ খাঁপুর গ্রামের ৫০ জন বাসিন্দা সই করে একটি চিঠি জেলা প্রাথমিক স্কুল সাংসদ বা ডিপিএসসিতে জমা দেন। সেই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সাধারণ মানুষ তাকিয়ে আছেন স্কুলে না এসে কি করে হাজিরা খাতায় সই করা হয় বা কিভাবে তিনি বেতন তুলছেন এর বিহিত হওয়া দরকার।

উপ পুরপ্রধান তপন পোড়েল নিয়মিত দশটা থেকে ৫ টা পর্যন্ত পুরসভাতে

জল চেয়ে রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ এপ্রিল ঃ গরম পড়তেই জলকষ্ট বাড়ছে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরে। এবার পানীয় জল ও রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। শুক্রবার কাশীপুর ব্লকের রঙ্গিলাডি গ্রামে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার কারণে আদ্রা-কাশীপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে অবরোধের জেরে রাস্তার দু'পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কাশীপুর থানার পুলিশ এবং যুগ্ম বিডিও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা কাঁচা হওয়ার জন্য বর্ষাকালে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও গরম পড়তেই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা বেড়েই চলছে। এমন অবস্থায় এলাকায় নলকূপ এবং পাম্প দিয়েও জল উঠছে না। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পানীয় জল নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিন ২১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ এবং পুকুর সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিজেপি। দলীয় সমর্থকরা স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর রবিশঙ্কর দাসকে ঘটনাস্থলে হাজির হওয়ার দাবি জানান। কিন্তু তিনি সেখানে আসেননি। ওই সময় তিনি পুরসভায় ছিলেন বলে আন্দোলনরত বিজেপি কর্মীরা জানান। এদিকে পুরলিয়া শহরে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজন হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, পুরসভা দূষিত জল সরাবরাহ করছে বলে ডায়েরিয়া বাড়ছে এই গরমের মধ্যে। শুক্রবার বিজেপির পুরুলিয়া শহর মণ্ডল কমিটি ছয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

সভাস্থল পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ আগামী ২৯ এপ্রিল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাড়ি এলাকায় পাহারপুর যুবক সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অভিষেক ব্যানার্জীর জনসভা। সেই উপলক্ষ্যে শুক্রবার নির্দিষ্ট ময়দান পরিদর্শনে আসেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ কলকাতা থেকে আগত বিশেষ নিরাপত্তা দলের সদস্য এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর সহ পার্শববর্তী বারো পেটিয়া অঞ্চলের উপপ্রধান এবং পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। অভিষেক বন্দ্যোপ্যাধায়ের আসন্ন সফর প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি, এসটি এবং ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি তথা বারোপেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৃষ্ণ দাস জানান, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং কলকাতা থেকে আগত নিরাপত্তা দলের সদস্যরা আজ এসেছিলেন, সভাস্থল পরিদর্শনে। ওনারা সব কিছুই খুঁটিয়ে পরিদর্শন করেছেন। আগামী ২৯ এপ্রিল এই মাঠেই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের উপস্থিতি হবে, সেই অনুযায়ী আমরা এখন বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অপরদিকে অভিষেক ব্যানার্জির আসন্ন উত্তরবঙ্গ সফরকে বিলাস ভ্রমণ বলে কটাক্ষ করে বিজেপির জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, তৃণমূল একটি কোম্পানি, তার বড় একজন অফিসার আসবেন ঘুরবেন, বিলাসিতা করবেন এটাই মূল উদ্দেশ্য।

দুর্নীতির পোস্টার

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ২১ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় একাধিক জায়গায় আইএনটিটিইউসি নেতা টুটুল মল্লিকের নামে একাধিক অভিযোগ তুলে লিফলেট পড়লো। কে বা কারা এই লিফলেট ফেলেছে তা স্পষ্ট নয়। মূলত কোলাঘাটের সিমেন্ট কারখানায় শ্রমিকরা টাকা ঠিকঠাক পাচ্ছেন না, অ্যাশপন্ড থেকে গাড়ি পিছু টাকা তোলা, তৎকালীন সময়ে বিধানসভা ভোটে বর্তমান মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরীকে হারানোর চেষ্টা, রাজ্য নেতার নাম করে টাকা তোলা, আইএনটিটিইউসি পদ থেকে সরানোর দাবী তুলে লিফলেট ফেলা হয়। এবিষয়ে টুটুল মল্লিক ক্যামেরার সামনে আসতে রাজী হন নি। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। বিজেপি জেলা সম্পাদক দেবব্রত পট্টনায়েক তীব্র কটাক্ষ করেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নং টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৩-৩৩৭ তারিখ ২০.০৪.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, সেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এডিইএন/সেটেলমেন্ট-এর অধীনে নর্থ কলোনি, গার্ডেনরীচে অফিসার্স ক্লাবের সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৭৭,২৯১.৪৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.০৫.২০২৩। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ (চার) মাস। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible] (PR-80)

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, [illegible] **ই-টেন্ডার নং ঃ** ৩৫_২০২৩-২৪ [সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ], **কাজের বিবরণ ঃ** [illegible] **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯৯,২২,২২৫.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪৯,৬০০ টাকা। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
HWH-24/2023-24
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্রের নিযুক্তি

টেন্ডার নোটিশ নং [illegible] তারিখ ২০-০৪-২০২৩। [illegible] আবেদন পত্র জমা করার তারিখ ২৮-০৪-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ৩০-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবে- ৩১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় [illegible] www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Office of the Mathari khamar Gram Panchayat
Vill- Mathari, P.O- Khamar
P.S.- Jhalda , Dist:- Purulia
NOTICE INVITING E-TENDER
No. 02/MKGP/15th CFC/2023-24
The Pradhan, Mathari Khamar Gram Panchayat invites e-tender for total 5 (Five) Nos. different works. Source of Fund: 15th CFC. Documents downloading starting from **18th April, 2023 6.00PM up to 25th April, 2023 5.00PM.** Last date of submission of Bid (Online): **25th April, 2023 5.00 PM.** Date of Opening of Proposals (online) on **27th April, 2023 at 5.00 PM.** For more details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Mathari khamar Gram Panchayat

E-Tender Notice
Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing **memo nos are-975/ RGP/23,dated-20/04/2023** of the undermentioned for "UPGRADATION OF ROAD" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **24/04/ 2023, 11:00 am**, Date of Opening **26/04/2023, 11:00 am.** For details, please see **www.etender.com**.
Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-
02/BGP/15THFC(TIED)/2023-24, Dated-20/04/2023.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 3(Three)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: 15th FC(Tied). Document download/sale date **from 21/04/2023 from 17.00 hrs. up to 28/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid submission starting **from 21/ 04/2023 from 17.00 hrs. up to 28/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid Opening Date **02/05/2023 at 11.00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-
01/BGP/15THFC(TIED)/2023-24, Dated-20/04/2023.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 10(Ten)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: 15 th FC(Tied). Document download/sale date **from 21/04/2023 from 17.00 hrs. up to 28/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid submission starting **from 21/ 04/2023 from 17.00 hrs. up to 28/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid Opening Date **02/05/2023 at 11.00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 520(5)/KGP/e-NIT:02/2023-2024 dt. 21/04/2023
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website ***https://wbtenders.gov.in/***. (1). Date and Time of Download/Sale: **from 21/04/2023 6:00 pm to 27/04/2023 01:00 pm.** (2). Date and Time of Bid Submission: **from 21/04/2023 6:00 pm to 27/04/2023 01:00 pm.** (3). Date and time of Bid Opening: **29/04/2023 at 1:00 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

Khandari Gram Panchayet
Unara-Jambedia , Bankura
e-NIT No.-08/KGP/23 Dated-21/04/2023
e-NIT No.-09/KGP/23 Dated-21/04/2023
e-NIT No.-10/KGP/23 Dated-21/04/2023
e-NIT No.-11/KGP/23 Dated-21/04/2023
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Khandari Gram panchayet Office.
SD/- Pradhan
Khandari Gram Panchayat

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

লেটার নং. ডিআরএম/ সি/ আগ্রা/ এনএফআর/ ই-নিলাম তাং ঃ ১৯.০৪.২০২৩

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. ডিভিশনাল কর্মাশিয়াল ম্যানেজার-উত্তর মধ্য রেলওয়ে-আগ্রা আহ্বান করছেন ই-নিলাম ক্যাটাগরি অনুসারে যা নিম্নে উল্লেখিত ঃ-

ক্যাটাগরি	ক্যাটালগ নং. নিলাম	সামগ্রীর বিস্তারিত	ই-নিলাম শুরুর তারিখ	ই-নিলাম শেষের তারিখ
পাবলিসিটি	এডিভিটি-আগ্রা-২৩-২৫	বানিজ্যিক প্রচার হোর্ডিং/ ইউনিপোল / বোর্ড দ্বারা রেলওয়ের জমির ওপর আগ্রা শহর এলাকায়।	তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৩ সময় ঃ ১১.০০	তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৩ সময় ঃ ১১.৩০

দ্রষ্টব্য ঃ- আগ্রহী ঠিকাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in)। লট অনুসারে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে উপরি উল্লিখিত ক্যাটালগ নাম্বারে।
595/23 (ADM)
North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

নং ঃ সিজিএ/পার্ক/ই-অকশন/২০২৩, তারিখ ২০.০৪.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
(SDAH-23/2023-24)
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম। [illegible]

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা: এপি-পার্কিং-৮

ক্রমিক সংখ্যা	এসাইনমেন্ট সংখ্যা	বিবরণ
০১	পার্কিং-এপিডিজে-টুহুইলার-২৩-১ [illegible]	[illegible]
০২	পার্কিং-এপিডিজে-[illegible]-২৩-১	[illegible]
০৩	পার্কিং-এপিডিজে-[illegible]-২৩-১	[illegible]
০৪	পার্কিং-এপিডিজে-[illegible]-২৩-১	[illegible]
০৫	পার্কিং-এপিডিজে-[illegible]-২৩-২	[illegible]

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: [illegible]
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গৃহস্থালি

গরমে ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে না? সুতির চাদরেই লুকিয়ে সমাধান

গরমে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। রাতে যে একটু শান্তিতে ঘুমোবেন তারও কোনও গ্যারাঃটি নেই। বিছানায় গা দিতেই ঘুম পুরো গায়েব। তাকিয়ে থেকেই রাত কেটে যাওয়া। তাহলে উপায়? দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। বরং আপনার বেডরুমে অল্প রদবদলেই হবে সমস্যার সমাধান। তা কী করবেন?

১) এই গরমকালে অবশ্যই বিছানায় ব্যবহার করুন সুতির চাদর। এক্ষেত্রে রং বাছুন হালকা। সাদা কিংবা হালকা হলুদ ব্যবহার করলে সব থেকে ভাল।

২) সারাদিনের পর সন্ধে হলেই বিছানার চাদর বদলে ফেলুন। এতে বিছানায় একটা ফ্রেশ ফিল আসবে। দেখবেন ঘুম ভাল হবে।

৩) শোয়ার আগে বালিশে এবং বিছানার চাদরে হালকা গন্ধযুক্ত পারফিউম ব্যবহার করুন। দেখবেন এতে ঘুম ভাল হবে।

৪) গরমকালে কখনই গাঢ় রঙের বিছানার চাদর ব্যবহার করবেন না। এতে আরও গরম লাগবে। এসি চালালে হালকা এটা চাদর গায়ে রাখুন। এই চাদরের রংও যেন হয় হালকা।

৫) ঘরের পর্দার সঙ্গে রং মিলিয়ে বিছানার চাদর ব্যবহার করুন। এতে ঘরের মধ্যে একটা সুন্দর আবহ তৈরি হবে। দেখবেন ভাল ঘুম হবে।

বাড়িতে হিটার ব্যবহার করেন? সতর্ক না হলে হতে পারে বড়সড় বিপদ

পৌষের শুরুতে শীতের আমেজ। ক্রমশ কমছে তাপমাত্রার পারদ। উষ্ণতার খোঁজে বাইরে বেরনোর সময় শীতপোশাক তো রয়েছেই। ঘরে অনেকেই হিটার ব্যবহার করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হিটার সর্বনাশা। যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদ ডেকে আনতে পারে এই বৈদ্যুতিন যন্ত্র। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্বলে ঘুমন্ত অবস্থায় দম্পতির প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠেছে হিটার। তাই আজই সাবধান হোন। জেনে নিন হিটার ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতি কী হতে পারে। আর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতাই বা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হিটার ব্যবহারকারীরা একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। সেগুলি হল- শুষ্ক ত্বক,চোখ জ্বালা,কনজাংটিভাইটিস,চোখ চুলকানো,চোখে লালভাব,অ্যালার্জি, শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চাইলে হিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নইলে বড়সড় বিপদ হতে পারে। জেনে নিন ঠিক কী কী সতর্কতা নেওয়া দরকার। বিছানার কাছে হিটার রাখবেন না। হিটার যাতে তোষক, কম্বল, কাগজ থেকে দূরে রাখতে হবে। কার্পেট, কাঠ অথবা প্লাস্টিকের কোনও জিনিসের উপর হিটার রাখবেন না। শক্ত, দাহ্য নয় এমন সামগ্রীর উপর হিটার রাখুন। বাড়িতে পোষ্য কিংবা কচিকাঁচা থাকলে আরও সাবধান হোন। তারা যাতে কোনওভাবে হিটারের কাছাকাছি না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। হিটার একটানা ঘরে চললে কার্বন মনোক্সাইড উৎপাদন হতে পারে। আর তার থেকে প্রাণহানিও অসম্ভব কিছুই নয়। তাই ঘুমোতে যাওয়ার আগে কিংবা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় হিটার বন্ধ করতে ভুলবেন না। হিটার ঘরে চলার সময় কারও মাথা যন্ত্রণা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, বমি, ক্লান্তিবোধ হলে সাবধান হোন। তড়িঘড়ি হিটার বন্ধ করুন। ঘরের জানলা, দরজা খুলে দিন। নিজের কিংবা পরিবারের সদস্যদের বিপদে ফেলতে না চাইলে সাবধানে হিটার ব্যবহার করুন।

এসি ছাড়াই ঘর ঠান্ডা রাখবেন কিভাবে

গরমে দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যেসব বাড়িতে আগে ফ্যানের বাতাসেই দিব্যি গোটা গ্রীষ্মটা কাটিয়ে দেওয়া যেত, বর্তমানে সেসব বাড়ির বাসিন্দারাও অনলাইনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের (এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপে এসি) দামদরের খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু অনেকের জন্যই এসি এখনো এক বিলাসিতার নাম। প্রচণ্ড গরমে একটু শান্তির জন্য হলেও খুঁজতে হয় বিকল্প ব্যবস্থা। এই গরমে কীভাবে নিজের বাসা ঠান্ডা রাখবেন, সে উপায়ই বাতলে দেওয়া হয়েছে। সকালের মিঠে রোদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই সকালে রোদ উঠতে না উঠতেই পর্দা টেনে দিন। এতে করে সহজে ঘরে তাপ ঢুকবে না। ঘরও তুলনামূলক ঠান্ডা থাকবে।

মনে রাখবেন, রং যত গাঢ় হয়, তত আলো শোষিত হয় এবং যত হালকা হয়, তত আলো বেশি প্রতিফলিত হয়। ঘরে যত বেশি আলো শোষিত হয়, তত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই ঘরের ভেতর যতটা সম্ভব হালকা রং ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। এতে করে দিনের বেলা ঘর তাপ ধরে রাখবে না। ফলে আলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ঠান্ডা হতে শুরু করবে।

ভারী সুতি পর্দা ব্যবহার- জানালায়

ভারী সুতি পর্দা ব্যবহার করুন। এ ধরনের পর্দা ঘরে আলো প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এ ছাড়া হালকা রঙের বিছানার চাদর ও বালিশের কাভার ব্যবহার করুন। এতে করে বিছানাপত্র তাপ ধরে রাখবে না। ঘরও থাকবে তুলনামূলক ঠান্ডা।

ঘর রাখুন অন্ধকার-ঘরে আলোর পরিমাণ যত কম থাকে, ঘর তত বেশি ঠান্ডা থাকে। রাতে কাজ করলে চেষ্টা করবেন ঘর যতটা সম্ভব কম আলোকিত রাখতে। টিউবলাইটের পরিবর্তে এলইডি লাইট ব্যবহার করা গেলে ভালো। এতে করে ঘর তুলনামূলক ঠান্ডা থাকবে। ঘরের ভেতর ছোট্ট একটি গাছ, যেমন ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনি তাপমাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। গাছ ঘরের ভেতর জমা হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয়, ফলে ঘরের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে। মানিপ্ল্যাঃট, অ্যালোভেরা, অ্যারিকা পাম জাতীয় গাছ ঘরের সৌন্দর্যবর্ধন ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, উভয় কাজেই বেশ উপকারী।

ভেজা ভেজা করে ঘর মুছুন-ঘরের তাপমাত্রা কম রাখতে একটু ভেজা ভেজা করে ঘর মুছুন। প্রয়োজন হলে একবারের পরিবর্তে ঘর মুছতে পারেন বেশ কয়েকবার। মেঝের পাশাপাশি জানলার কাচও পানি দিয়ে মুছুন। এতে বেশ কিছু সময় ঘর ঠান্ডা থাকবে।

টেবিল বা স্ট্যান্ড ফ্যানের সামনে বরফ- ঘর ঠান্ডা করার অন্যতম কার্যকর উপায় হলো বরফ। টেবিল বা স্ট্যান্ড ফ্যানের সামনে এক বাটি বরফ রাখতে পারেন। এতে করে বরফের ঠান্ডা বাতাস ঘরজুড়ে ঠান্ডা অনুভূতির সৃষ্টি করে। বরফ গলে গেলেও ঘরজুড়ে অনেকক্ষণ ঠান্ডা অনুভূতি বজায় থাকে। তবে লক্ষ রাখবেন, এ সময় যেন ঘরের দরজাজানালা বন্ধ থাকে।

টমটমের ধাক্কা,জওয়ানকে পিষে দিল গাড়ি

আগরতলা, ২১ এপ্রিল ঃ টমটমের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পরা টিএসআর জওয়ানকে পিষে দিয়ে পালিয়ে গেছে একটি গাড়ি। পরবর্তী সময়ে টমটমের চালক আহত জওয়ান পরিমল দেব (৫৫)কে উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ ওই ঘটনায় টমটম চালককে আটক করেছে। ওই জওয়ানের পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুরে দূর্গা চৌমুহনী এলাকায় টমটমের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে যান টিএসআর জওয়ান পরিমল দেব। তখন উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ওই টমটম চালক তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন তিনি। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে, খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় পুলিশ টমটম চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে।

৫ হাজার যাত্রীবাহী এবং ১ হাজার পণ্যবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য ৬৩৩ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ দেশে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের অগ্রণী ঋণদান সংস্থা পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (পিএফসি)৫ হাজার যাত্রীবাহী এবং ১ হাজার পণ্যবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য ৬৩৩ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে। এই নবরত্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাটি ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা বন্টন করেছে। ইতোমধ্যেই দিল্লির রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্যাক্সি চলাচল শুরু হয়েছে। পিএফসির অর্থানুকুল্যে কেনা বৈদ্যুতিক গাড়িগুলি ব্লুস্মার্ট মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড (বিএমপিএল)কে লিজ দেওয়া হবে। গতকাল দিল্লির রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্যাক্সি চলাচলের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অজয় তিওয়ারি এবং পিএফসির মুখ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রবিন্দর সিং ধিলোঁ। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রী ধিলোঁ বলেন, দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের গাড়ির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে যে অঙ্গীকার জাতীয় স্তরে নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে পিএফসি সব ধরনের সহায়তা করবে। এর মধ্য দিয়ে পরিবহণ ক্ষেত্রে স্থিতিশীল এবং স্বাস্থ্যকর এক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে। ৫ হাজারটি যাত্রীবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ি দিল্লির রাস্তায় চলাচল শুরু করলে এক লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইড কম নিঃসৃত হবে। ৫০ লক্ষ পূর্ণবয়স্ক গাছের এই কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে এক বছর সময় লাগে। দেশকে কার্বন নিঃসরণ মুক্ত করতে বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিংএর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা সহ বিভিন্ন উদ্যোগে পিএফসি ঋণ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুরক্ষিত ও দ্রুত ট্রেন চলাচলের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২১ এপ্রিলঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিগনাল ও টেলি কমিউনিকেশন বিভাগ বিগত অর্থবর্ষে উন্নত মানের সিগনালিং সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নত মানের সিগনালিং সিস্টেম ট্রেনের সুরক্ষিত ও দ্রুত চলাচল এবং টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের জন্য জরুরী। লোকোমোটিভ ও অন্যান্য রোলিং স্টক এবং ট্র্যাকের পাশাপাশি বৃহৎ রেলওয়ে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের প্রয়োজনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহন করে। বিগত অর্থবর্ষে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নত নমনীয়তা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃহত্তম ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইঃটারলকিং (ইআই) চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এক দিনে নিউ জলপাইগুড়ি-আমবাড়ি ফালাকাটা ও

নিউ জলপাইগুড়ি-রাঙ্গাপানি সেকশনটি ১৭ আরকেএম (রুট কিলোমিটার) অটোমেটিক সিগনালিং সহ চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, বিগত অর্থবর্ষে ২৫টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) স্থাপন সহ আমবাড়ি ফালাকাটা-নিউ জলপাইগুড়ি-ধুমডাঙ্গি সেকশনেও ৪০ আরকেএম অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং চালু করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তা উন্নত করতে সিগনাল সহ ১৯টি কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিংও করা হয়েছে। রোড ট্রাফিকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে ১০৩টি লেভেল ক্রসিং গেটে স্লাইডিং বুম প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনের সাথে হাতির সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতায় ১১৪ আরকেএম এলিফেঃট করিডোরে ইনট্রিউশ্বন ডিটেকশ্বন সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিচালনামূলক নমনীয়তা বৃদ্ধি করতে ১১টি স্টেশনে শান্ট সিগনাল চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্মীদের ইচ্ছাকৃত, স্থায়ীত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টার দ্বারা এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

ত্রিপুরায় আরও তিনজন করোনা আক্রান্ত, সক্রিয় রোগী বেড়ে ১৮

আগরতলা, ২১ এপ্রিল ঃ সারা দেশের পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরাতেও করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই, এই পরিস্থিতি সকলকে চিন্তায় রেখেছে। নতুন করে ত্রিপুরায় আরও তিনজনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮। দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৩৫ শতাংশ। তবে, স্বস্তির বিষয় হল মৃত্যুর কোন খবর নেই। কিন্তু, সম্প্রতি একজন রোগীও সুস্থ হয়ে উঠেননি। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, নতুন করে আরটি-পিসিআরে ১২ জন এবং র‍্যাপিড অ্যান্টি জেনের মাধ্যমে ৮৪৭ জন মোট ৮৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যাঃটিজেনের মাধ্যমে ৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৩৫ শতাংশ। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০২৮ জন

সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনাআক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন এবং টালিগঞ্জ কার্শেড পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

২১শে এপ্রিল ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ ২১.০৪.২০২৩ তারিখে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন

এবং টালিগঞ্জ কার্শেড পরিদর্শন করেছেন। পার্ক স্ট্রিট থেকে মেট্রোতে মহানাযক উত্তম কুমার স্টেশনে পৌঁছান তিনি। এই যাত্রার সময, তিনি কন্ডাক্টিং মোটরম্যানের ক্যাব থেকে এই স্ট্রেচের ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেন।শ্রী রেড্ডি মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম এলাকা, কনকোর্স এলাকা, এএফসি-পিসি গেটস এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেছেন। সেখান থেকে তিনি পরিদর্শনের জন্য টালিগঞ্জ কারশেডে যান। পরিদর্শনকালে, মহাব্যবস্থাপক মেট্রো রেকগুলির আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্লু লাইনে যাত্রী পরিষেবার উন্নতির জন্য এই শেডটি সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এই পরিদর্শনের সময় শ্রী এইচএন জযসওযাল, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক এবং মেট্রো রেলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ফোন করে প্রকাশ সিং বাদলের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে শুক্রবার ফোন করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইট করে এ কথা নিজেই জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, প্রবীণ নেতা প্রকাশ সিং বাদল অসুস্থ এবং হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তা জানতে পেরে তিনি উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায় তিনি সুখবীর সিং বাদলকে ফোন করে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। শাহ বলেছেন যে তিনি প্রকাশ সিং বাদলের দ্রুত সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলকে আজ সকালে মোহালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। যেখানে চিকিৎসকদের দল সরবক্ষণ তাঁর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করছে। প্রকাশ সিং বাদলের বয়স ৯৫ বছর। তিনি পাঁচবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে বুকে ব্যথার অভিযোগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কর্ণাটকে কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়া মানে উন্নয়নকে পিছিয়ে দেওয়া ঃ জে পি নাড্ডা

বিদর, ২১ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার কর্ণাটকের বিদরে শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের একটি অনুষ্ঠানে নাড্ডা বলেছেন, আমি যখন কংগ্রেসের কথা বলি, তখন বুঝতে পারি তাঁরা একটাই কাজ করেছে যা দেশের ঐক্যকে ভেঙে দিচ্ছে। কংগ্রেস সমাজ ও দেশকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, কর্ণাটকে কংগ্রেসকে সুযোগ দেওযার অর্থ কর্ণাটকে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থেকে বিরত রাখা এবং কর্ণাটকের উন্নযনকে পিছিয়ে দেওয়া। নাড্ডা আরও বলেছেন, কর্ণাটকের জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের মূলমন্ত্র এবং কংগ্রেসের মূলমন্ত্র হল কর্ণাটকের জনগণ ও দেশকে লুট করা। এটা সত্য যে কংগ্রেস মানে দুর্নীতি, আর কংগ্রেস মানে কমিশন এবং অপরাধীকরণ। নাড্ডার কথায়, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস দেশ ভাগ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে, অঞ্চলের ভিত্তিতে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করেছে, আর কী নয! সবকিছু বিভক্ত করার প্রচেষ্টায, তারা নিজেরাই ''বিভক্ত'' হযে শেষ হযেছে, তাদের আর কিছুই নেই।

আগামী এক বছর জনগণকে বিনামূল্যে গ্যাস সরবরাহ তুরস্কে

আঙ্কারা, ২১ এপ্রিল ঃ আগামী এক বছর মাসিক ২৫ কিউবিক মিটার পর্যন্ত গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করবে তুরস্ক সরকার। বৃহস্পতিবার তুরস্কের উত্তরাঞ্চলীয প্রদেশ জোনগুলদাকের একটি উপকূলীয প্রাকৃতিক গ্যাস বন্দর উদ্বোধনের সময় ঘোষণা করেন তুস্কের প্রেসিডেঃট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। উদ্বোধনের সময় এরদোগান বলেন, আগামী মাস থেকে গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য সীমাহীন প্রাকৃতিক গ্যাস বিনামূল্যে দেয়া হবে। তিনি বলেন, তুরস্কের কৃষ্ণ সাগরের গ্যাসক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ১০ মিলিযন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদিত হবে। আগামী সময়ে প্রতিদিন গ্যাসের উৎপাদন ৪ কোটি ঘনমিটারে উন্নীত করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে দেশটির জোঙ্গুলডাকের উপকূলে সাকারিয়া ফিল্ডে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এবং গত বছর এ পাশে ক্যাকুমা১ নামে নতুন আরেকটি গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পায় দেশটি। যেখানে ৭১০ বিলিয়ন ঘনমিটারের গ্যাস মজুদ রয়েছে বলে জানায় দেশটি। প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ মে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সুদানের সেনা সংঘাতে এপর্যন্ত ৪১৩ জন নিহত হয়েছেনঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

জেনেভা, ২১ এপ্রিল ঃ সুদানে চলমান সংঘাতে এপর্যন্ত চারশর বেশি লোক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে তিন হাজারের বেশি লোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনটি জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র মারগারেট হ্যারিস জেনেভায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, ৪১৩ জন এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। তিন হাজার ৫৫১ জন। রাষ্ট্রসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, নিহতদের মধ্যে ৯ শিশু রয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে ৫০ এর বেশি শিশু। সুদানে গেল শনিবার থেকে সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স সংঘাতে লিপ্ত। দুই দফায় ২৪ ঘণ্টা করে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা হলেও তা কার্যকর হতে দেখা যায়নি। আধা সামরিক বাহিনী আরএস সবশেষে শুক্রবার সকালে টুইটারে এক বিবৃতিতে অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেয়। এই বিবৃতিতে ৭২ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতির কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল ৬টা থেকে তা শুরু হওয়ার কথা। মুসলমানদের ঈদুল ফিতর ঘিরে এই অস্ত্রবিরতির ঘোষণা এলো। সেনাপ্রধান ফাত্তাহ আল বুরহান শুক্রবার সকালে এক ভিডিও বিবৃতিতে সংঘাতে হতাহতদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ পালনের প্রার্থনা জানান। তবে তিনি অস্ত্রবিরতি নিয়ে কিছু বলেননি।

উত্তর পূর্ব রেলের মুম্বাই সেন্ট্রাল-বেনারস-মুম্বাই সেন্ট্রাল গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর ২১ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে প্রশাসন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১ মে এবং ০৭ তারিখে ০৯১৮৩-০৯১৮৪ মুম্বাই সেন্ট্রাল-বেনারস-মুম্বাই সেন্ট্রাল গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে প্রতি বুধবার ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন, ২০২৩ এবং বানারস থেকে প্রতি শুক্রবার ০৫, ১২, ১৯, ২৬ মে এবং ০২, ০৯, ১৬, ২৩ এবং ৩০ জুন, ২০২৩তে ০৯টি ট্রিপের জন্য অনুসরণ করা হয়েছে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সময়ে সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৯১৮৩ মুম্বাই সেন্ট্রাল-বেনারস সামার স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বুধবার ০৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১ এবং ০৭, ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ২২.৫০ ঘন্টা ছাড়বে এবং বোরিভালিতে ২৩.২৮ ঘন্টা, দ্বিতীয় দিন ০১.০৫ এ পৌঁছাবে ভাপি সুরাট থেকে ০৩.২৯ এ, ভাদোদরা ০৫.১৫ এ, রতলাম ০৮.৫০ এ, কোটা ১২.২০ এ, সওয়াই মাধোপুর ১৩.৪০ এ, গঙ্গাপুর সিটি ১৪.৩৩ এ, ভরতপুর ১৬.৪২ এ, আছনেরা ১৭.০৫ এ, Achhnera এ ১৭.০৫ থেকে, Ahr২০৫, Ahr২০৫, Ahr২০১ থেকে , মইনপুরী থেকে ২১.০৭ ঘন্টা, ভোগাঁ থেকে ২১.২৭ ঘন্টা, ফারুখাবাদ থেকে ২৩.১৫ ঘন্টা, কনৌজ থেকে ০০.১৫ ঘন্টা, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০২.২৫ ঘন্টা, লখনউ থেকে ০৪.২৫ ঘন্টা, লখনউ থেকে ০৫.৫৫ ঘন্টা, সকাল ৫.৫৫ মিনিটে, সকাল ৫.৫৫ মিনিটে, সকাল ৫.৫৬ মিনিটে। ঘন্টায়, জাংহাই ০৮.৩২ টায় এবং ভাদোহি ০৯.০২ টায় এবং বেনারস ১০.৩০ টায় পৌঁছায়।০৯১৮৪ বেনারস-মুম্বাই সেন্ট্রাল গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার ০৫, ১২, ১৯, ২৬ এবং জুন ০২, ০৯, ১৬, ২৩ এবং ৩০, ২০২৩ তারিখে বেনারস থেকে ১৪.৩০ ঘটিকায় ছাড়বে এবং ১৫.১৭ ঘটিকায়, ৪ জং, ১৫.১৭ এ ভাদোহি পৌঁছবে।

রাশিয়ার শহরে গুলি ছুড়লো রুশ যুদ্ধবিমান

মস্কো, ২১ এপ্রিল ঃ ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী রাশিয়ার শহর বেলগোরোডে বৃহস্পতিবার একটি রুশ যুদ্ধবিমান ভুলবশত গুলি ছুড়েছে। এতে সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিছু ভবনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর এ ঘটনায় দুই মহিলার আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, 'একটি সুখোই এসইউ-৩৪ যুদ্ধবিমান বেলগোরোড শহরের ওপর দিযে উড়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাক্রমে বিমানের গোলাবারুদ নিঃসরণ হয়েছে।' তবে এ ঘটনায় কী ধরনের অস্ত্র জড়িত ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। মন্ত্রণালয় বলেছে, এ ঘটনায় ওই এলাকার কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে, বেলগোরোড অঞ্চলের গভর্নর ভ্যাচেস্লাভ গ্ল্যাডকভ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে টেলিগ্রামে বলেছেন, ওই এলাকার একটি প্রধান রাস্তায় একটি ৬৫ ফুট গর্ত তৈরি হয়েছে। এছাড়া চারটি গাড়ি ও চারটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Name Change

I,Yunus ali is wrongly recorded in my son's school certificate, s/o- asrafil mondal. residing at vill - nadaipur, post- laskarpur, ps- lalgola, dist- murshidabad, pin- 742151, west bengal. shall henceforth be known as younus ali. that my name younus ali and yunus ali is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad

Name Change

I,Lila biswas is wrongly recorded in my husband passport no- x6419983, w/o- samar kumar biswas. residing at vill - raipur, post- raipur, ps- domkal, dist- murshidabad, pin- 742303, west bengal. shall henceforth be known as nila biswas. that my name nila biswas and lila biswas biswas is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I, Minarul sekh is wrongly recorded in my passport no- l5322282, s/o- minnas mallick. residing at vill - nabagram, post- kulikandi, ps- burwan, dist- murshidabad, pin- 742132, west bengal. shall henceforth be known as minarul mallick. that my name minarul mallick and minarul sekh is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Minnas sekh is wrongly recorded in my son's passport no- l5322282, s/o- mojid mallick. residing at vill - nabagram, post- kulikandi, ps- burwan, dist- murshidabad, pin- 742132, west bengal. shall henceforth be known as minnas mallick. that my name minnas mallick and minnas sekh is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Jahangir alam is wrongly recorded in my son's school certificate, s/o- mohinul islam molla. residing at vill - mirzapur mollapara, post- mirzapur, ps- beldanga, dist- murshidabad, pin- 742133, west bengal. shall henceforth be known as jahangir alam molla. that my name jahangir alam molla and jahangir alam is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Dast mahammad saikh is wrongly recorded in my son's school certificate, s/o- sabdar. residing at vill - khemrajpur, post- gopinathpur, ps- islampur, dist- murshidabad, pin- 742304, west bengal. shall henceforth be known as dost mahammad saikh. that my name dost mahammad saikh and dast mahammad saikh is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Sajal choudhury is wrongly recorded in my son's passport no- r5490169, s/o- dinu chowdhury. residing at vill - sahapur baganpara, post- sahapur, ps- malda, dist- malda, pin- 732142, west bengal. shall henceforth be known as shyamal chowdhury. that my name shyamal chowdhury and sajal choudhury is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Sufia aktar is wrongly recorded in my passport no- p7002292, w/o- bulbul islam. residing at vill - charka, post- charka, ps- raghunathpur, dist- murshidabad, pin- 742225, west bengal. shall henceforth be known as sufiya aktar. that my name sufiya aktar and sufia aktar is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

Name Change

I,Musad ali is wrongly recorded in my son's passport no- l2090455, s/o- tayej. residing at vill - beldanga, post- jhikarhati, ps- khargram, dist- murshidabad, pin- 742168, west bengal. shall henceforth be known as musad seikh. that my name musad seikh and musad ali is the same and one identical person. vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore murshidabad.

জীবিত শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা ভালুকা হাসপাতালে, গভীর রাতে ভালুকা গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ গভীর রাতে এলাকারই এক পাঁচদিনের অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন চিকিৎসক। শিশুটিকে মৃত বলে বাড়িতে নিয়ে চলে গেলে শিশুটির পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে এবং হাতপা নাড়া শুরু করে। এরপরই বাড়ির লোক তৎক্ষণাৎ আবার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেয়। সেখানে পৌঁছালে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করে শিশুটিকে। চিকিৎসকরা জানান শিশুটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আনলেই বাঁচানো যেত। আর এই ঘটনার কথা জানা জানি হতেই চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘেরাও করে গভীর রাতে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন গ্রামবাসীরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। গভীর রাতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ভালুকা এলাকা জুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় ভালুকা ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভালুকা এলাকার গোবরা গ্রামের বাসিন্দা তপন হালদার এর পাঁচ দিনের শিশু গতকাল রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ির লোক তাকে স্থানীয় ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার আই ফারানা ইয়াসমিন শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এবং তৎক্ষণাত বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

বাড়ির লোক শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসলে শিশুটি চোখ মেলে তাকায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে। পুনরায় ওই শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে চাঁচল রেফার করেন। সেখানে ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান আর কিছুক্ষণ আগে আনলেই শিশুটিকে বাঁচানো যেত। এই ঘটনা জানার পরে শিশুটির আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন। তাদের অভিযোগ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে শিশুটি মারা গেল। এর দায় কে নেবে। গ্রামবাসী ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক আই ফারানা ইয়াসমিনের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন। এদিকে অভিযুক্ত ওই চিকিৎসক আই ফারানা ইয়াসমিন জানান শিশুটিকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তার আগেই শিশুটি মারা গিয়েছিল। বিক্ষোভকারী এক গ্রামবাসী নীরদ চৌধুরী জানান, ভালুকা পাচনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে আজকে এই শিশুর মৃত্যু হল আমরা চাই ওই চিকিৎসকের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়। এদিকে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পরে ভালুকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে রাতভর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি ভালুকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবেন।

চার ডাকাত ধৃত, উদ্ধার জিনিপত্র

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ এপ্রিল ঃ রামপুরহাট ভোল্লা ক্যানেল মোড়ে ডাকাতির পর রামপুরহাট থানার পুলিশ বারো ঘন্টার মধ্যে অস্ত্রসহ এবং ডাকাতি হওয়া জিনিস পত্র উদ্ধার করলো। শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, রামপুরহাটের ভোল্লা ক্যানেল মোড়ে মমতা জুয়েলার্সের মালিক ইমাম মণ্ডল এবং মমতা বিবিকে ভয় দেখিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র ডাকাতি করে একটি ঘরে ভরে পালিয়ে যায়। পাড়ার লোক তাদের চিৎকারে হাজির হয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বাড়িতে পুলিশ ঢুকে কাউকে না পেয়ে তদন্ত শুরু করে। তারপর চার ডাকাতকে একটি নাইন এম এম পিস্তল, পাঁচটি বুলেট সহ একটি ম্যাগাজিন ও দুটি বাইক উদ্ধার করে। পাশাপাপাশি তাদের কাছ থেকে সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

নতুন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে সরব রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ নতুন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে ফের সরব রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন। ২০০৪ সালে লাগু হয়েছে কেন্দ্রের নতুন পেনশন স্কিম। যার ফলে বিপাকে পড়েছেন সরকারি চাকুরিজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। অবিলম্বে এই নতুন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে ন্যাশনাল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন কমিটি। এই দাবিতে সরব হয়েছে একাধিক সংগঠনও। প্রত্যেক মাসের ২১ তারিখ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। সেই কর্মসুচীর অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে এরিয়া অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন নিউ জলপাইগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে। সংগঠনের শাখা সম্পাদক সৌমদ্বীপ কর্মকার জানান, যদি তাদের দাবির প্রতি কেন্দ্র সহানুভূতি না দেখায় তাহলে ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের পথেই হাটবে তারা।

পুরুলিয়ার জঙ্গলে আগুন, নেভাতে গিয়ে ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত বনকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ এপ্রিল ঃ একদিকে মাথার উপর ৪৩-৪৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। সেইসঙ্গে জঙ্গলে আগুন। প্রখর দাবদাহের মধ্যে আগুন নেভাতে গিয়ে পুরুলিয়া জুড়ে একের পর এক বনকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন বিট অফিসার থেকে রেঞ্জ আধিকারিকরাও। ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হয়ে জলশূন্য হয়ে যাচ্ছে শরীর। ঘনঘন ওআরএস খেয়েও দুর্বল ভাব কাটছে না। বারবার যেতে হচ্ছে শৌচাগারে। দিনরাত কার্যত টয়লেটে বসে থাকতে হচ্ছে, এমনও হচ্ছে। প্রখর দাবদাহের মধ্যে পুরুলিয়া জুড়ে আগুন নেভাতে গিয়ে এমনই শোচনীয় অবস্থা এখন বনকর্মীদের। গত ১৩ এপ্রিল থেকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা বেড়েছে অনেকটাই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এই জেলার বনভূমি এবং বনভূমির বাইরে থাকা এলাকায় মোট ৪৬ বার আগুন লেগেছে। ফলে বনভূমি ও তার বাইরে থাকা জমি মিলিয়ে ১০০ হেক্টরের বেশি আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে পুরুলিয়া বনবিভাগে। কোটশিলা, অযোধ্যা, আড়শা, বাঘমুন্ডি, মাঠা, বলরামপুর, ঝালদা বনাঞ্চলে বারবার পুড়েছে জঙ্গল। কংসাবতী উত্তর বনবিভাগের রঘুনাথপুর বনাঞ্চলের গড় পঞ্চকোট, বড়ন্তির কাছে রামকানালি, কাশীপুর, হুড়া ও কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগের মানবাজারেও আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এই 'গ্রাউন্ড ফায়ার' এ জঙ্গলে থাকা বন্যপ্রাণরা লোকালয়ে চলে আসছে। কয়েকদিন ধরে এমন ঘটনা ঘটেছে। কোটশিলা বনাঞ্চলের সিমনি বিটের যে জঙ্গলে চিতা রয়েছে, সেখানকার বনভূমিও আগুনে পুড়েছে। এই 'গ্রাউন্ড ফায়ার'- এ জঙ্গলে থাকা হাতির দলেরও সমস্যা হচ্ছে। তারাও ক্রমশঃ লোকালয়ে চলে আসছে। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ-পশ্চিম চক্র) মানসরঞ্জন ভট্ট বলেন, এই প্রখর দাবদাহের মধ্যেই আমাদের কর্মীরা জঙ্গলে আগুন নেভাচ্ছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। তবুও আমাদের তৎপরতার সঙ্গে কাজ চলছে। ফায়ার ব্লোয়ার নিয়ে দিনে-রাতে আগুন নেভানোর কাজ করছেন বনকর্মীরা। তবে গত দু-তিনদিন ধরে যা পরিস্থিতি, তাতে আর দিনের বেলায় আগুন নেভানোর কাজে নামতে পারছেন না বনকর্মীরা। সন্ধেবেলা থেকে আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ফলত একের পর এক বনভূমি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত ১৯৮ বার আগুন লেগেছে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত মোট ২৫৬ বার। এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি প্রখর দাবদাহ ছিল পুরুলিয়াতে। এই সময় ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সর্বোচ্চ ছিল।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িতে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, তেহট্ট, ২১ এপ্রিল ঃ নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নজরে আরও এক তৃণমূল বিধায়ক! তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িতে সিবিআই।

বিধায়কের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করলেন তদন্তকারীরা। আলমারি থেকে বের করে খতিয়ে দেখা হল নথিও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখন সিবিআই হেফাজতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। গত শুক্রবার তাঁর বাড়ি হানা দিয়েছিল সিবিআই। এরপর সোমবার গ্রেফতার হয় জীবনকৃষ্ণকে। ব্যবধান এক সপ্তাহের। আজ, সেই শুক্রবারই আর এক তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িত পৌঁছে গেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এর আগে, ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার তাপসের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। কেন? অভিযোগ, টাকা বিনিময়ে নাকি বিভিন্ন সরকার দফতরে চাকরি দিয়েছেন তেহট্টের বিধায়ক। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার নিজাম প্যালেস থেকে তেহট্টের কড়ুঁইগাছি এলাকায় তাপস সাহার বাড়িতে পৌঁছায় সিবিআইয়ের ৭ সদস্যের টিম। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরাও। এদিকে সিবিআই অভিযানে বাড়িতেই ছিলেন তাপস। বাড়িতে ঢোকার পরেই সদর দরজা বন্ধ করে দেন তদন্তকারী। বাড়ি ও লগোয়া এলাকায় ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আলিপুরদুয়ারে পৃথক দুই অগ্নিকান্ড

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ারের

বীরপাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি দোকানসহ একটি বাড়ি পুড়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জেলার ধর্মশালা রোড সংলগ্ন। অগ্নিসংযোগের পর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। জানা গেছে, ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পর দমকলের একটি ইঞ্জিন বীরপাড়ায় পৌঁছায়। দমকল দেরিতে আসায় স্থানীয় লোকজনকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্থানীয় লোকজন জানান, আগুনে একটি কাপড়ের দোকানসহ একটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। অগ্নিসংযোগে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় লোকজন জানায়, বীরপাড়ে ফায়ার স্টেশন ভবনের কাজ শেষ হলেও উদ্বোধন হয়নি। ফলে বীরপাড়া ও আশপাশের এলাকায় আগুন লাগলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় দমকল বাহিনীকে। অন্যদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টণগঞ্জ ডিপো পাড়া এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে আচমকা এলাকার বাসিন্দা পার্থ সরকারের ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে এলাকার বাসিন্দারা সবাই ছুটে এসে আগুন নেভাতে হাত লাগায় ঘটনাস্থলে হাসিমারা দমকল কেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন এসে পৌছে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে পার্থ সরকারের ঘরে আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত শট সার্কিটের ফলে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

আবহাওয়ার উদাসীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মালদা আম ব্যবসায়ী সমিতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড গরমে এবারে প্রভাব পড়ল জগৎবিখ্যাত মালদার আমে। আমের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা। এবছর মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় ব্যাপক হারে আম হয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড দাবদাহে ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে আম চাষে। ইতিমধ্যে প্রচন্ড গরমের কারণে আম ঝড়ে পড়ছে। শুধু তাই নয় পোকা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে শুক্রবার দুপুরে মালদা শহরের এনএস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, এই মুহূর্তে বৃষ্টি না হলে আমের ফলনে প্রচুর ক্ষতি হবে। জেলার অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে। তবে তিনি আম চাষিদের নিম তেল দিয়ে জল স্প্রে করার পরামর্শ দেন।

ডুয়ার্সে ৬ কোটি টাকার পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে এস জে ডি এ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ ডুয়ার্সের প্রায় দু হাজার মানুষের পানিয .জলের তৃষ্ণা মেটালো এস জে ডি এ। জল পেয়ে আনন্দে আত্মহারা আদিবাসী চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার দিনটি জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের দীর্ঘ সময় ধরে পানীয় জলের সংকটে দিশেহারা, কুমলাই, রাঙ্গামাটি, মানা বাড়ী, মিনগ্লাস চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার কাছে খুশীর দিন। এদিন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে স্থাপিত ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায়। এদিকে যেমন প্রতি বছর বাড়ছে তাপমাত্রা, কমছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ঠিক সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের এই চারটি চা বাগানের প্রায .দু হাজার আদিবাসী শ্রমিক পরিবারের কাছে ক্রমশই তীব্র হচ্ছিল পানীয় জলের সঙ্কট। অবশেষে শুক্রবার নিগমের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হয় পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের। দীর্ঘ সময় ধরে একটু তৃষ্ণা মেটাতে যেতে হতো দূরের কোনো জলের উস্থলে, শুক্রবার থেকে যেমন সমাপ্ত হলো সেই যাত্রা, পাশপাশি কল খুললেই হাতে জলের স্পর্শ পেয়ে বাস্তবেই আনন্দে আত্নহারা সরিতা মুন্ডা, দীপক লোহার সহ হাজারো আদিবাসী চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যর এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, আগে এই রাঙ্গামাটি চা বাগানে যে জল শ্রমিক পরিবার গুলো ব্যবহার করতে বাধ্য ছিল, আমি সেই জল বোতল বন্দী করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়ে ছিলাম, আজ সবার সপ্ন সফল হলো পরিশ্রুত পানীয় জল পেলো সবাই।

তৃণমূলের সভায় দলীয় নেতা কর্মীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের সভায় দলীয় নেতা কর্মীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যে বুথ সভাপতিরা সভায় আসেনি তারা যাতে কোনভাবেই মাথাভাঙ্গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে না পারে তার জন্য তাদের নামের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সম্প্রতি দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের ত্রিমোহনী এলাকায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস সহ অনেকেই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন মন্ত্রী উল্লেখ করেন আগামী ২৫ তারিখ মাথাভাঙ্গায় দলের বিভিন্ন ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বুথ স্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় অঞ্চলের যে বুথ সভাপতিরা আসেনি তারা যাতে কোনভাবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই সভায় দেখা করতে না পারে তার জন্য নামের লিস্ট তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে আমি

সিকিউরিটিকে বলে রাখবো তারা যেন সেখানে ঢুকতে না পারে। হুঁশিয়ারি সুরে মন্ত্রী বলেন দিনহাটা এলাকায় নিজেদের সভায় থাকবো না অথচ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে যাব এটা হতে পারে না। এটা দল কোনভাবেই মেনে নেবে না। এদিন এই সভায় মন্ত্রীর হুঁশিয়ারকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।

রমজানের শেষ নামাজ পাঠ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে জামা মসজিদের সামনে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর ভাইয়েরা পালন করছে এই মাসটি। শুক্রবার রমজান মাসের শেষ শুক্রবারে নামাজ পাঠ করা হয় শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে জামা মসজিদ সামনে। বিগত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রকম পোশাক, খাবারের সামগ্রী ও বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে দোকান বসেছিল হিলকার্ট রোড। এ দিল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ও মুসলিম ধর্মের

ভাইদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও শিলিগুড়ি থানার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় এলাকাটি। অন্যদিকে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে মসজিদের সামনের রাস্তা ঘাট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। শনিবার পবিত্র ইদের মধ্য দিয়েই পালন করা হবে দিনটি। নামাজ পাঠের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে প্রতিবছর দিনটি উদ্যাপন করা হয়।

লাইনচ্যুত মালগাড়ির ইঞ্জিন, তদন্ত শুরু

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি স্টেশন থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ধূপগুড়ি জিআরপি ক্যাম্পের ইনচার্জ উত্তম কুমার রায় জানিয়েছেন, মালগাড়িটি অনেকদিন আগেই ধূপগুড়ি স্টেশনে এসেছিল। সেটাতে সিমেন্ট বোঝাই ছিল। সিমেন্ট নামানো হয়ে যাওয়ার কারণে গতকাল রাতে সেই মালগাড়ির খালি বগি গুলির সঙ্গে ইঞ্জিনের সংযোগ করার কাজ চলছিল। সেই সময় চার নম্বর লাইন থেকে ওই মালগাড়ির ইঞ্জিনটিকে ৫ নম্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোনও কারণে সেই ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল।

শিল্পে জোয়ার আনতে কোচবিহারে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ এপ্রিল ঃ শিল্পে জোয়ার আনতে উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক করল নর্থ বেঙ্গল এমএসই ফ্যাসিলেশন কাউন্সিল। আজ কচ বিহার শহরের ল্যান্সডাউন হলে ওই বৈঠক হয়। সেখানে জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, নর্থ বেঙ্গল এমএসই ফ্যাসিলেশন কাউন্সিলের ফাইনান্স কাউন্সিলের মেম্বার সঞ্জয় টেবরিওয়াল ছাড়াও কোচবিহার জেলার উদ্যোক্তারা

ওই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। কোচবিহার জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। আরও বহু ছোট শিল্প গড়ার পরিকল্পনা চলছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মেখলিগঞ্জে ডিম উৎপাদনের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে মুরগীর ফার্ম, খুব শীঘ্র পরিকাঠামো গঠনের কাজ শেষ করে এবছরের শেষ দিক থেকেই সেখানে ডিম উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও খুব শীঘ্র শুরু হতে চলেছে রান্নার গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানোর কাজ। সেই কাজ শুরু হওয়ার বেশ কিছু সহযোগী শিল্প গড়ে উঠবে বলে এদিনের বৈঠক থেকে উঠে এসেছে। এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগপতিদের ছাড়াও বাইরে থেকে উদ্যোগপতি দের নিয়ে আসতে এর আগেও বৈঠক করা হয়েছিল। আগামী দিনেও করা হবে বলে জেলা শাসক পবন কাদিয়ান জানিয়েছেন। নর্থ বেঙ্গল এমএসই ফ্যাসিলেশন কাউন্সিলের ফাইনান্স কাউন্সিলের মেম্বার সঞ্জয় টেবরিওয়াল বলেন, আগামী দুই- তিন বছরের মধ্যে শিল্প গড়ে ওঠার বিশাল পরিবর্তন কোচবিহারে দেখা যাবে।

শিলিগুড়িতে চা চক্রে যোগ দিলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ কালিংপঙ রওনা হওয়ার আগে শুক্রবার সকালে শিলিগুড়িতে চা চক্রে যোগ দিলেন দিলীপ ঘোষ। চাকরি দুর্নীতি ইস্যুতে একহাত নেওয়ার পাশাপাশি বিজেপির শক্ত ঘাটি উত্তরবঙ্গ অভিষেকের নব জোয়ার কর্মসূচি প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুর চড়ালেন তিনি। তিনি বলেন, নতুন করে গ্রাম দেখতে বেড়িয়েছেন। এভাবে নেতা তৈরি হয় না। একইসঙ্গে জাতীয় তকমা উঠে যাওয়ার পর তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কোনও ভদ্রলোক বেঁচে আছেন? দলটা আছে কিনা সেটাই দেখতে যাচ্ছেন। এদিন সকালে তিনি কলকাতা থেকে ট্রেনে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এ পৌঁছান দিলীপ ঘোষ। নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি চা চক্রএ যোগ দেন। শেষে সোজা কালিংপঙ- র উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি। সেখানে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে আগামীকাল দার্জিলিং যাবেন তিনি।

পথ দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ দুর্ঘটনার কবলে পরে লরির তলে সোজা ঢুকে গেল বাইক সহ আরোহী। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। পথ দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহী। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ধূপগুড়ি গয়েরকাটা ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ে হরিমন্দির এলাকায়। শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ধূপগুড়ি থেকে গয়েরকাটা যাওয়ার পথে একই দিকে চলমান একটি ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করলে ট্রাকের পিছনে ঢুকে যায় বাইক সহ আরোহী। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে পড়েন বাইক আরোহী ঘটনাস্থলে বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। এরপরে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী এসে বাইক এবং ট্রাকটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। আহতের নাম অমরনাথ ঘোষ (২৭)। ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে গুরুতর হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়ি রেফার করা হয়। তদন্তে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

টাইটবাবু হয়েছেন, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ঃ জহর সরকার

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ এপ্রিল ঃ লোকটি নির্লজ্জ। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সম্পত্তির বিতর্কের মধ্যে উনি ঢুকছেন কেন? এই সম্পত্তির মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। উপাচার্য হিসেবে নিজের ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য এসব করছেন। চার বছর ধরে যুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বভারতী চালিয়েছেন। প্রথমে আমি চুপ ছিলাম। আমাদের একই বিষয়। উপাচার্য জুনিয়র ছাত্র। লজ্জা লাগে। চিনি উনাকে। একেবারে নির্লজ্জ হয়ে গেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম ক্ষেপে গেছেন। তারপরে দেখলাম ক্ষ্যাপা নয়। এর পেছনে মতলব আছে। নিজের এক্সটেনশন নেওয়ার। বলতে গেলে মিলিটারি প্রশাসন জারি করেছেন বিশ্বভারতীতে। এর আগে কখনও হয় নি। এর আমলে দেখে যাচ্ছি। কত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কত কত লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছেন বিশ্বভারতীর। কেস করে সবাইকে টাইট দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি টাইট বাবু হয়ে গেছেন। উনার আমলে সব দিক দিয়ে বিশ্বভারতীর অবনমন ঘটেছে। সম্প্রতি এক ট্যুইটের মাধ্যমে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার বলেন, অমর্ত্য সেনের পৈতৃক সম্পত্তির তেরো ডেসিমেল জায়গা ফেরত নেওয়ার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প বর্তমান উপাচার্য। নরেন্দ্র মোদী বাঙলায় একুশ সালে পর্যুদস্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নিজের কার্যকালের সময়সীমা বর্ধিত করতে চাইছেন। এব্যাপারে জানতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে ফোন করা হলে, বলা হয় তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চান নি। এদিকে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তরফে রাজা সেন, পবিত্র সরকার, চন্দ্রক্রান্তা সেন এবং চন্দন সেনেরা সকলের মতো বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পাশেই দাঁড়িয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদের সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাতীর্থে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি, পূজো দিলেন মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাতীর্থে শুক্রবার ভোরে মন্দির দর্শনে যান কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন এবং ক্রেতা সুরক্ষা, গণবন্টন, খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। এদিন সকাল ৭ টায় তিনি সেবাতীর্থে উপস্থিত হন। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে আশ্রমে বোনা বস্ত্র, উৎপাদিত দ্রব্য ও স্মারক তুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান সেবাতীর্থের সম্পাদক স্বামী বিশ্বময়ানন্দ ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের চিফ সায়েন্টিস্ট ড. সুজন বিশ্বাস। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে, স্বামী অখন্ডানন্দের স্মৃতিধন্য সারগাছি ষ্টেশনে হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেসের স্টপেজ ও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ফুড টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের আর্জি জানান সেবাতীর্থের অভিভাবক স্বামী বিশ্বময়ানন্দ। একই দিন ভারতবর্ষের প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন মুর্শিদাবাদের সারগাছির সেবাতীর্থ এর পক্ষ থেকে ঈদের আগে এলাকার ১৭৩ জন মুসলিম ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষকে আশ্রমের তত্বাবধানে বোনা শাড়ি ও ধুতি উপহার দিয়ে সম্প্রীতির অনন্য নজিরও সৃষ্টি করেন আশ্রমিকরা।

রাজবংশী মেয়ের রহস্যমৃত্যুর জেরে মুখর বিজেপি-র সর্বভারতীয় মঞ্চ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ কালিয়াগঞ্জ - এর নাবালিকা রাজবংশী মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় মঞ্চ। রাজ্যে কিছুদিন আগেই তিলজলাকাণ্ডে উত্তাল হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতা। আর তারপর মাস ঘুরতে না ঘুরতেই ফের মর্মান্তিক ঘটনার সামনে দাঁড়াল রাজ্য। ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কালিয়াগঞ্জে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে ট্যুইট করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি-র তরফে অভিযোগ করা হয়, গণধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যার জেরে ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময় বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং বিধায়ক বুধরাই টুডুকে বাধা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দলদাস পুলিশ প্রশাসন থানায় আটক করে রাখে। বিজেপি-র তফশিলি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তথা মধ্যপ্রদেশের নেতা লাল সিং আর্য তিনটি ছবি-সহ টুইটারে লিখেছেন, বাংলার কালিয়াগঞ্জের গাঙ্গুয়া গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক নাবালিকা তপশিলি বর্ণের মেয়েকে গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা খুবই দুঃখজনক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সরকার নীরব। ভিডিও সহকারে বিজেপি মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী তথা তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর সাউথের বিধায়ক বনথী শ্রীনিবাসন লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া এবং এসসি সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। আপনি কখন জেগে উঠবেন এবং আপনার রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা দেবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? এতে আপনার বিবেক না জাগ্রত হলে কি হবে?

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/1995

অভিষেকে অশ্বডিম্ব

লিটন ‘গো ব্যাক’ স্লোগান উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএল খেলতে এসে দুটো ম্যাচ বেঞ্চে বসে কাটাতে হয়েছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের লাগাতার ব্যর্থতায় বাংলাদেশের তারকা ব্যাটার লিটন দাসকে খেলানোর জোর দাবি তোলেন সাধারণ ক্রিকেট সমর্থক থেকে বিশেষজ্ঞরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছে লিটন দাসের। যতটা গর্জালেন, তার ছিঁটেফোটাও বর্ষালেন না। নাইটদের জার্সিতে লিটনের অভিষেক পর্বটা মোটেও সুখের হয়নি। প্রথম ম্যাচে রহমানুল্লা গুরবাজকে বসিয়ে লিটনকে ওপেনিংয়ে নামিয়ে দেয় কেকেআর। তাতে আখেরে লাভ হল না নাইটদের। কেকেআরের নতুন ওপেনারের ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৪ রান। আইপিএলে প্রথম ম্যাচ, হতেই পারে। কিন্তু উইকেটের পিছনে লিটনের ব্যর্থতা মাফ করতে নারাজ ক্রিকেট জনতা। বৃহস্পতিবার রাতে পয়েন্ট টেবলের একেবারে নিচে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস চলতি মরসুমে প্রথম জয় পেয়েছে কলকাতাকে হারিয়ে। কেকেআরের হারের পিছনে বাংলাদেশের কিপার-ব্যাটারকেই দায়ী করেছেন নাইট সমর্থকরা। কলকাতা নাইট রাইডার্স টিমে তারকা মুখে ছড়াছড়ি কমই থাকে। আইপিএলের গোনা গুনতি কয়েকটি দলের মধ্যে কেকেআর একটি টিম যারা তারকা মুখের পরিবর্তে দেশের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রথম মরসুমে জিম্বাবোয়ের তাতেন্দা তাইবু থেকে ১৫টা বছর ধরে কেকেআর টিমে এমন কিছু ক্রিকেটারকে দেখা গিয়েছে যাঁদের নামই হয়তো কোনওদিন শোনা যায়নি। কখনও সেই অচেনা নামের ক্রিকেটাররাই তাক লাগিয়ে দেন। উল্টোটাও ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার লিটন দাস মোটেও অচেনা নাম নন। গতবছর টি-২০ বিশ্বকাপে ঝড় তুলেছিলেন এই বাঙালি ক্রিকেটার। বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের জেরে টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে লিটনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। তাই নিলামে টুক করে বাংলাদেশী তারকাকে তুলে নিয়েছিল কেকেআর। সঙ্গে ছিলেন সাকিব আল হাসান। সাকিব পর্বের কথা সকলেরই জানা। কলকাতার তাপমাত্রার মতোই প্রথম বার আইপিএল খেলতে আসা লিটনকে নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছিল চড়চড় করে। কিন্তু এক ম্যাচেই মোহভঙ্গ। লিটনকে দল থেকে হটানোর জোর দাবি তুলেছেন কেকেআর সমর্থকরা। ব্যাটিংয়ে নজর কাড়তে পারেননি। এরপর সহজ দুই স্টাম্পিংয়ের সুযোগ মিস। মাত্র ১২৭ রান ডিফেন্ড করতে নেমে নাইট বোলাররা বেশ চেপে ধরেছিল দিল্লি ক্যাপিটালসকে। ১৭তম ওভারে বরুণ চক্রবর্তীর বলে সহজ স্টাম্প মিস করেন লিটন। স্ট্রাইকে ছিলেন ললিত যাদব। পরে ফের একবার সুযোগ আসে। বল করছিলেন নীতীশ রানা। অনেকটা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন অক্ষর প্যাটেল তবে বলের লাইন মিস করে যান। স্টাম্পিংয়ের সহজ সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ হন লিটন। নয়তো কেকেআরের ম্যাচটি জেতা নিশ্চিত ছিল। আক্ষেপ যাচ্ছে না সমর্থকদের। সেই ক্ষোভ থেকেই কেকেআর তারকাকে দেশ ছাড়ার পরামর্শও দিয়েছেন অনেকে।

শ্রেয়স আইয়ারের সফল অস্ত্রোপচার, কবে মাঠে ফিরছেন?

মুম্বই, ২১ এপ্রিলঃ আইপিএলে এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার জন্য চেয়েছিলেন অস্ত্রোপচার না করাতে। অবশেষে বিসিসিআইয়ের কাছে সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন ভারতের তরুণ ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার। বর্তমানে তিনি লন্ডনে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, সেখানেই মঙ্গলবার তাঁর পিঠের সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। চলতি বছরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আমেদাবাদ টেস্টের সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। সেই চোট এতটাই গুরুতর হয়েছিল, যার ফলে ১৬তম আইপিএল থেকে তিনি ছিটকে যান। শুধু তাই নয়, জুন মাসে হতে চলা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকেও ছিটকে গিয়েছেন শ্রেয়স। এ বার প্রশ্ন তা হলে কবে ২২ গজে ফিরছেন তিনি? এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার শ্রেয়স আইয়ারেরর সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। গতকাল, বৃহস্পতিবার তিনি একটু হাঁটাচলাও করেছেন। এই অস্ত্রোপচারের ফলে কমপক্ষে তিন মাস তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। বর্তমানে শ্রেয়স লন্ডনেই চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। মনে করা হচ্ছে, ভারতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের আগে শ্রেয়স পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সদ্য শ্রেয়স আইয়ার নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে, একটি রুমের জানলা থেকে তাঁর মা বসে বসে বাইরের মানুষদের দেখছেন। তাঁর হাতে কফি কাপ। যা দেখে বোঝাই যাচ্ছে ছেলের অস্ত্রোপচার হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে লন্ডনে গিয়েছেন শ্রেয়সের মা। সেই ভিডিয়োর ক্যাপশনে শ্রেয়স লেখেন, ‘নতুন হবি খুঁজে পেয়েছি, #PEOPLEWATCHING’। প্রসঙ্গত, ১৬তম আইপিএল থেকে যেহেতু ছিটকে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার তাই তাঁর বদলে নাইটদের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন নীতীশ রানা। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি কেকেআর মোট ৬টি ম্যাচে খেলেছে। তার মধ্যে ২টি জিতেছে কেকেআর। আর ৪টিতে হেরেছে কিং খানের দল। হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেকেআরের পয়েন্ট ৪। নেট রান রেট ০.২১৪।

এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট আছে

দল পাঠাচ্ছে না ভারত!

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ ভারতে ক্রিকেট কতটা জনপ্রিয়? এ আবার কোনও প্রশ্ন হতে পারে নাকি! ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ হোক বা জাতীয় দলের খেলা। ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি অন্তহীন। সারা বিশ্বেই খেলাটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা আইসিসির। তেমনই অলিম্পিকেও ক্রিকেটের অন্তর্ভূক্তি নিয়ে তোড়জোড় চলছে দীর্ঘ সময় ধরেই। এ বছর এশিয়ান গেমসেও রয়েছে ক্রিকেট। কিন্তু সেখানে থাকছে না ভারতের প্রতিনিধিত্ব! ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর চিনের হ্যাংঝৌতে হতে চলেছে এশিয়ান গেমস। স্বাভাবিক ভাবেই এই মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্ট থেকে যত বেশি পদক জয়েই নজর ভারতের। ক্রিকেট থাকলে পদক সংখ্যা বাড়তো, এ বিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যায়। ২০২২ সালে বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে ফিরেছে ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে মেয়েদের ক্রিকেট ছিল। ফাইনালেও উঠেছিল ভারতীয় দল। অল্পের জন্য সোনার পদক হাতছাড়া। তবে ক্রিকেটের জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল কমনওয়েলথ গেমসে এই খেলার ফেরা। প্রথম বার মহিলা ক্রিকেট, ভারত রূপোর পদক নিয়ে ফিরেছে। এশিয়ান গেমসের মতো মেগা ইভেন্টে ভারতের পুরুষ কিংবা মহিলা দলের অংশ না

নেওয়ার কারণ হিসেবে বোর্ডের তরফে দাবি করা হয়েছে, এফটিপিতে অনেক টুর্নামেন্ট দ্বিপাক্ষিক সিরিজই আগে থেকে ঠিক হয়েছিল। এর ফলে এশিয়ান গেমসে পুরুষ কিংবা মহিলা ক্রিকেট দল পাঠানো যাচ্ছে না। এশিয়ান গেমসে ভারতের শেফ দে মিশন ভুপেন্দর বাজওয়া ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, ‘‘এশিয়ান গেমসে সব খেলাতেই আমরা অংশ নিচ্ছি। শুধুমাত্র ক্রিকেট টিম যাচ্ছে না। ওরা বলেছে, আগে থেকেই সূচি ঠিক হয়ে রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে প্রায় ৩-৪টি ই-মেল করা হয়েছে, এশিয়ান গেমস আয়োজকদের চূড়ান্ত তালিকা পাঠানোর সময় জানানো হয়, ক্রিকেট টিম পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।’’ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক সংস্থা থেকে তাদের ই-মেল করা হয়েছিল। সঙ্গে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, ডেডলাইনের এক দিন আগে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, ‘‘নাম নথিভূক্তকরণের এক দিন আগে আমরা অলিম্পিক সংস্থার মেইল পেয়েছি। একইসঙ্গে বলতে চাই, বিসিসিআই আগে থেকেই এফটিপি (ফিউচার টুর প্রোগ্রাম) করেছে। এশিয়ান গেমসের সময় আমাদের মহিলা ক্রিকেট টিমের অন্য টুর্নামেন্ট রয়েছে।’’ বোর্ডের এফটিপি অনুযায়ী, সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। আর পুরুষ ক্রিকেট দল খেলবে দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়। এর আগে একই সঙ্গে দুই দেশে দুটি সিরিজ খেলেছে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। ২০২১ সালে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যখন যুকরাজ্য সফরে, সেসময় শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বে আর একটি দল শ্রীলঙ্কা সফরে সীমিত ওভারের সিরিজে অংশ নিয়েছিল। বহু আগে, ১৯৯৮ সালে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিয়েছিল, একইসঙ্গে আরও একটি দল টরন্টোয় পাকিস্তানের সঙ্গে সাহারা কাপে খেলেছিল। তাহলে এশিয়ান গেমসেও কি দ্বিতীয় একটি দল পাঠানো যেত না? ক্রিকেটে ভারতের বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী এ নিয়ে বিভিন্ন দেশই ঈর্ষা করে। তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে আরও একটা দল যে গড়া যেতেই পারতো, এমনটা প্রত্যাশা করাই যায়।

‘বিরাট সেদিন খুব রেগে ছিলেন’, বললেন শেন ওয়াটসন

নয়াদিল্লি, ২১এপ্রিলঃ ম্যাচের পর দুই পক্ষ হাত মেলাচ্ছিলেন। বিরাট কোহলি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুখোমুখি হতেই বিরাট ঘুরে গিয়েছিলেন রিকি পন্টিংয়ের দিকে। সৌরভও সুযোগ বুঝে টুক করে এড়িয়ে যান বিরাটকে। জাতীয় দলের দুই প্রাক্তন অধিনায়কের দ্বন্দ্ব যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে সেই ঘটনার পর। এখানেই শেষ নয়। বিতর্কের পর একে অপরকে ইনস্টাগ্রাম থেকে আনফলো করে দেন তাঁরা। শুরুটা করেছিলেন বিরাট। পাল্টা দেন সৌরভও। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর আইপিএলের ২০তম ম্যাচ চলাকালীন আসলে কী ঘটেছিল? বিরাট বা সৌরভের মধ্যে কেউ মুখ খোলেননি। সেদিনের বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার তথা দিল্লি ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন। সেদিনের ম্যাচ চলাকালীন দিল্লির

ডাগআউটের কাছেই ফিল্ডিং করছিলেন বিরাট। দিল্লির আমন খান ভালো ব্যাটিং করছিলেন। আমন আউট হতেই দিল্লির ডাগআউটে বসে থাকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিংদের দিকে কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিরাট। দিল্লি ক্যাপিটালসের ‘ডিরেক্টর অব ক্রিকেট’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই যে বিরাটের নিশানায় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গোটা বিষয়টি সামনে থেকে দেখেছিলেন দিল্লির সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন। তিনি বলেন, ‘‘সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর গুজব ছড়িয়েছে। সেসব নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, সেদিন বিরাট কোহলি বেশ রেগে ছিলেন। বিপক্ষ দলের সামনে এরকম আগ্রাসন থাকাটাও প্রয়োজন। কারণ আগ্রাসী কোহলি সবসময় নিজের সেরাটা দেন। তবে ওই আগ্রাসনের আসল কারণ কী ছিল সেটা আমার জানা নেই।’’ কোহলি ও সৌরভের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো। ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পর কুড়ি বিশের ফরম্যাটে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেন বিরাট। সৌরভের দাবি ছিল, তিনি ক্যাপ্টেন্সি ছাড়তে বিরাটকে বারণ করেছিলেন। সৌরভের দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করেন কোহলি। এরপর কোহলিকে ওডিআই ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিসিসিআইকে ট্যাগ করে টেস্ট ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান বিরাট।

অবশেষে ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের, যুব লিগে মোহনবাগানকে হারিয়ে শীর্ষে লাল-হলুদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ কলকাতা ডার্বিতে অবশেষে জিতল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে লাল-হলুদ ২-০ ব্যবধানে হারাল মোহনবাগানকে। দু’টি গোলই করেছেন কুশ ছেত্রী। সব খেলা মিলিয়ে চলতি মরসুমে এই প্রথম চিরশত্রুর বিরুদ্ধে জিতল ইস্টবেঙ্গল। দুই দলই এ বার যুব লিগে জাতীয় রাউন্ডে খেলবে। শুক্রবার শুরু থেকে ম্যাচে দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই। যুব লিগে এর আগেও দু’বার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছে তারা। কোনও বারই জিততে পারেনি। দু’বারই ম্যাচ ড্র হয়েছে। কিন্তু এ দিন প্রাধান্য নিয়ে খেলার সুফল পেল তারা। ৩৪ মিনিটে প্রথম গোল করেন কুশ। দ্বিতীয়ার্ধে ৬০ মিনিটে দ্বিতীয়

গোলটি করেন তিনি। এই জয় আঞ্চলিক পর্বে পয়েন্টের বিচারে শীর্ষস্থানে তুলে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৩। সাতটি ম্যাচে জিতেছে তারা। ২টি ড্র এবং ১টি হার। মোহনবাগান এক ধাপ নীচে। ৬টি জয়, ৩টি ড্র এবং ১টি হার। তাদের পয়েন্ট ২১। আইএসএলের এই মরসুমে দু’টি ডার্বিতেই হারতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। হকি লিগের প্রথম ডার্বি জিতেছে মোহনবাগান। সেই ম্যাচে তুমুল গন্ডগোল হয়। মাঠে ইট পড়ে। প্রথম দিন ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পরে আবার খেলা হয়। সেই ম্যাচে জেতে মোহনবাগান। কিন্তু সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে ফিরতি ডার্বিতে আর নামেনি ইস্টবেঙ্গল। তাতে অবশ্য মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকায়নি। যুব লিগে অবশেষে চিরশত্রুর বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত জয় পেল তারা।

মেসিকে ফেরাতে এবার যা বিক্রির চিন্তা করছে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২১ এপ্রিলঃ লিওনেল মেসি আর বার্সেলোনা সমার্থকই হয়ে উঠেছিল। মেসি চিরকাল বার্সায় থেকে যাবেন এমন ধারণাই ছিল অনেকের। কিন্তু লা লিগার বেতনসীমা-সংক্রান্ত নীতির গ্যাঁড়াকলে নিজেদের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করতে পারেনি বার্সা। বাধ্য হয়ে কাতালান ক্লাবটির সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করেন মেসি। দুই বছরের চুক্তিতে নাম লেখান পিএসজিতে। চোখের জলে ক্যাম্প ন্যু থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মেসি বলেছিলেন, ‘আমি আবার ফিরে আসব।’ প্রিয় প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তনের সময়টা কি এবার এসেই গেছে? আর মাত্র আড়াই মাস। এর মধ্যে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ না হলে ফ্রি এজেন্ট (মুক্ত খেলোয়াড়) হয়ে যাবেন মেসি। তখন বার্সায় ফিরতে আর কোনো বাধা থাকবে না তাঁর। গত মাসে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘ফুট মেরকাতো’ জানিয়েছে, বার্সায় ফেরার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এবার স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক ‘মার্কা’ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে, মেসিকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে বার্সা। বুধবার নিজেদের অনলাইন সংস্করণে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ‘মার্কা’, যার শিরোনাম ‘দৃষ্টিসীমায় লিভার-মেসি বার্সার কাছাকাছি’। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে জেনে নেওয়া যাক, ‘ইকনমিক লিভার’ ব্যাপারটা আসলে কী? ২০২১ সালের মার্চে হোয়ান লাপোর্তা দ্বিতীয় দফা বার্সেলোনার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বহুবার এই শব্দযুগল তাঁর মুখে শোনা গেছে। এটা এমন এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ক্লাবের বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আংশিক কিংবা পুরোটা বিক্রি করে দ্রুততম সময়ে নগদ অর্থ জোগাড় করা হয়। এই অর্থ দিয়ে ধার শোধ করা, খেলোয়াড় কেনা ও অন্যান্য দায় মেটানো হয়। বার্সা যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে গত মরসুম থেকে ‘ইকোনমিক লিভার’ পদ্ধতি বেছে নিচ্ছে। বার্সার ‘ইকোনমিক লিভার’ মোট সাতটি। এর মধ্যে চারটির নাম বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এখন পর্যন্ত এই কয়টি ইকোনমিক লিভার সক্রিয় রেখেছে তারা। সেগুলো হলো-১. বিক্রয়ের অনুমোদন ও আমদানিকৃত পণ্যের ৪৯.৯ শতাংশ বিক্রি, ২. লা লিগার টিভি স্বত্বের ২৫ শতাংশ বিক্রি, ৩. বিক্রয়ের অনুমোদন, আমদানিকৃত পণ্য ও স্টুডিও মিলিয়ে ২৪.৫ শতাংশ বিক্রি এবং ৪. শুধু স্টুডিওর আরও ২৪.৫ শতাংশ বিক্রি। বার্সার ক্রীড়া পরিকল্পনা বোর্ড জানিয়েছে,

আগামী মরসুম চলতে ২০ কোটি ইউরো লাগবে। এই অর্থ বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের মাধ্যমে ও ব্যয় কমিয়ে জোগাড় করবে তারা। ক্লাবটি তাদের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা পরিকল্পনা শিগগিরই লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবে। অঙ্গীকারপত্র প্রদান সাপেক্ষে লিগ কমিটি সবুজ সংকেত দিলে দলবদলের বাজারে যোগ দিতে আর কোনো বাধা থাকবে না। চাইলে মেসিকেও ফেরাতে পারবে বার্সা। গত বছরের আগস্টে লা লিগার নতুন মরসুম শুরুর আগমুহূর্তে অরফিউস মিডিয়ার কাছে নিজেদের স্টুডিওর ২৪.৫ শতাংশ বিক্রি করে বার্সা। সেখান থেকে তারা পেয়েছে ১০ কোটি ইউরো। এই অর্থের একাংশ দিয়ে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারের নাম নিবন্ধন করিয়েছে তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি, বিশ্বজুড়ে সমর্থকদের জন্য উপহার ও স্মারক তৈরি এবং বিক্রির কাজ করে থাকে বার্সা স্টুডিও। মেসিকে ফেরাতে এখন তারা স্টুডিওর আরও কিছু মালিকানা বিক্রি করতে চাচ্ছে। স্টুডিওর মালিকানার এই অংশই পঞ্চম ইকোনমিক লিভার কি না, সেটা অবশ্য নিশ্চিত করেনি ‘মার্কা’। তবে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, স্টুডিওর মালিকানা ৪৯-এর বেশি বিক্রি করতে পারবে না বার্সা। দুটি অডিওভিজ্যুয়াল বিশেষজ্ঞ কোম্পানি এরই মধ্যে কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা ২০ কোটি ইউরোর বেশি দিতে চেয়েছে। এই অর্থ পেলে অনায়াসে আগামী মরসুম পার করে দিতে পারবে কাতালান ক্লাবটি। লা লিগার বেতনসীমা-সংক্রান্ত নীতি মেনে মেসিকে পারিশ্রমিকও দিতে পারবে তারা। তবে দুটি আলাদা কোম্পানির কাছে স্টুডিওর মালিকানার বাকি অংশ বিক্রি করলে কিছুটা ঝামেলায় পড়বে বার্সা। চুক্তি অনুযায়ী, স্টুডিওর প্রথম ২৪.৫ কেনা অরফিউস মিডিয়াকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে বাকি মালিকানা বিক্রি করলে সেটার লভ্যাংশ তাদের দিতে হবে অথবা বাকি মালিকানাও অরফিউস মিডিয়ার কাছেই বিক্রি করতে হবে। অরফিউস মিডিয়ার কর্ণধার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাউমে রুরেস ২৪.৫ শতাংশ-এর মালিক হয়ে যাওয়ায় বার্সা কর্তৃপক্ষকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই সবকিছু করতে হবে। আবার রুরেস চাইলে অধিক মুনাফার আশায় নিজের বর্তমান মালিকানাও চড়া দামে বিক্রি করতে পারবেন। দুইয়ে-দুইয়ে চার মিললেই আগামী মরসুম চালানোর খরচ এখনই জোগাড় করতে পারবে বার্সা। বেতনসীমা-সংক্রান্ত ঝামেলা দূর হলে মেসিও বার্সায় ফিরতে আরও আগ্রহী হবেন। কিন্তু জটিলতা রয়ে গেলে হয়তো মার্কিন মুলুকে যাবেন আর্জেন্টাইন তারকা। আবার প্রতিদ্বন্দ্বি রোনাল্ডোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেতে পারেন সৌদি আরবেও। সৌদির ক্লাব আল হিলাল যে মেসিকে রোনাল্ডোর চেয়েও দ্বিগুণ বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে!

ইস্টবেঙ্গলকে ‘ড্রিবল’ করে ওড়িশা এফসি-তে লোবেরো!

ওড়িশা, ২১ এপ্রিলঃ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আর কোচিং করানো হল না সার্জিও লোবেরার। তিনি লাল হলুদ ক্লাবকে বড়সড় ধোঁকা দিয়ে চলে গেলেন ওড়িশা এফসি-তে। স্প্যানিশ কোচের এই ড্রিবল মানতে পারছেন না ইমামি আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন কলকাতায় আসবেন। সেই মতো পাসপোর্টও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু গত বুধবার তিনি ওড়িশা এফসি-র চুক্তিপত্রে সই করেছেন বলে শোনা গিয়েছে। পাশাপাশি হায়দরাবাদ এফসি দাবি করছে তারাও লোবেরাকে নেওয়ার বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। কেন লোবেরা শেষমেশ লাল হলুদের সঙ্গে এমনটা করলেন? শোনা যাচ্ছে চিনের ক্লাবকে গুডবাই জানিয়ে দ্রুত তিনি ভারতে ফিরতে চাইছিলেন। সেটি ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তাদের জানানও। কিন্তু তাঁরা লোবেরার তিনবছরের চুক্তি মানতে চাইছিলেন না। তারপর বহু দাবিও জানিয়েছিলেন ওই নামী কোচ। তিনিও চিনের ক্লাব থেকে রিলিজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন, জানিয়ে রেখেছিলেন। তার মধ্যে সিটি গ্রুপের শর্তও ছিল। সিটি গ্রুপের চুক্তি ভাঙলে মোটা অঙ্কের রিলিজ মানি দিতে হতো লাল হলুদ ক্লাবকে। লোবেরা অবশ্য বহুদিন ধরেই ওড়িশা এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, এমনকি সিটি গ্রুপেরই মালিকানাধীন উরুগুয়ে লিগের ক্লাব মন্তেভিডিও সিটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। লোবেরা হাতছাড়া হতেই পরবর্তী লালহলুদ কোচ হওয়ার দৌড়ে প্রবলভাবেই রয়েছেন কার্লোস কুয়াদ্রাত, আলবার্তো রোকার মতো নামী কোচরাও। এমনকী হাবাস নিয়েও ভাবনা রয়েছে ইমামির।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501